ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

প্রথম অধিবেশন

জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৪

৭ জুলাই ২০১৪

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন

উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
সভাপতি, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মোরশেদা আক্তার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি
জুলিয়েট রোজেটি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা

প্রকাশ চন্দ্র রায়, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)
মো. সাইদুল ইসলাম, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

কারিগরি সহযোগিতা

আবু সাঈদ মো. আব্দুল বাতেন, সিনিয়র ম্যানেজার-আইটি; এ এন এম আজাদ রাসেল, ম্যানেজার-আইটি এবং টিআইবি'র অফিস সহকারীরা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

গবেষণা পর্যালোচনা ও কৃতজ্ঞতা

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন সম্মানিত সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেছেন। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি। এছাড়া টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা # ১৪১, রোড # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা**

মুখবন্ধ **১**
টিকা **২-৩**
সার-সংক্ষেপ **৪-১৩**
অধ্যায় এক : ভূমিকা **১৪-১৫**
প্রসঙ্গ কথা ১৪
সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও কার্যকর সংসদ ১৪
গবেষণার পটভূমি ১৫
গবেষণার উদ্দেশ্য ১৫
তথ্য উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি ১৫
গবেষণার সময় ১৫

অধ্যায় দুই : দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী **১৬-১৮**
দশম জাতীয় সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসন বিন্যাস ১৬
নির্বাচিত সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ ১৬
প্রথম অধিবেশনের কার্যকাল ১৮
স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন ১৮
প্রথম অধিবেশনের কার্যকাল, কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ১৮

অধ্যায় তিন : সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট **১৯-২১**
সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি ১৯
সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি ১৯
বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি ১৯
প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি ১৯
মন্ত্রীদের উপস্থিতি ২০
সংসদ বর্জন ২০
ওয়াকআউট ২০
কোরাম সংকট ২০
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ২১

অধ্যায় চার : আইন প্রণয়ন **২২-২৩**
আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময় ২২
প্রথম অধিবেশনে পাসকৃত বিল ২২
উল্লেখযোগ্য সরকারি বিল ২২
উল্লেখযোগ্য বেসরকারি বিল ২২
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ ২৩

অধ্যায় পাঁচ : জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ **২৪-২৯**
প্রশ্নোত্তর পর্ব ২৪
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ২৪
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ ২৪
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব ২৪
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা ২৪
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময় ২৪
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ ২৪
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা ২৫
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা) ২৫
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ২৫
সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ ২৫
সাধারণ আলোচনা ২৫
জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস **২৫**
বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা ২৫
বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা ২৫
মূলতবি প্রস্তাব ২৬
মূলতবি নোটিসের সংখ্যা ২৬

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ	২৬
জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত না হওয়া	২৬
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	২৭
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা	২৭
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কার্মপরিধি ও ক্ষমতা	২৭
অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা	২৮
দশম সংসদের স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম	২৮
কমিটি গঠন	২৮
কমিটির বৈঠক	২৮
কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি	২৯
কমিটি তলব	২৯
সংসদীয় কমিটি শক্তিশালীকরণে পরামর্শক	২৯
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	২৯
অধ্যায় ছয় : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	**৩০-৩১**
ভাষণের ওপর ধন্যাবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়	৩০
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩০
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ	৩০
বিরোধী দলীয় সংসদ নেতার ভাষণ	৩১
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩১
অধ্যায় সাত: অনির্ধারিত আলোচনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	**৩২-৩৩**
অনির্ধারিত আলোচনায় ব্যয়িত সময়	৩২
অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়	৩২
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	৩২
দলীয় প্রশংসা ও বিরোধী পক্ষের সম্পর্কে সমালোচনা	৩৩
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩৩
অধ্যায় আট : সংসদে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ	**৩৪-৩৫**
নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা	৩৪
নারী সদস্যদের উপস্থিতি	৩৪
প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ	৩৪
আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ	৩৪
জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ	৩৫
অন্যান্য কার্যক্রম	৩৫
সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য	৩৫
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩৫
অধ্যায় নয় : স্পিকারের ভূমিকা	**৩৬**
স্পিকারের ক্ষমতা	৩৬
সংসদের সভাপতিত্ব	৩৬
সংসদ সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা	৩৬
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩৬
অধ্যায় দশ : উপসংহার ও সুপারিশমালা	৩৭-৪০
উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ	৩৭
অষ্টম ও নবম সংসদের প্রথম থেকে শেষ অধিবেশনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৩৮
সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ	৩৯
সহায়ক তথ্যসূত্র	৪০
পরিশিষ্ট ১-৯	৪১-৪৭

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির মূল লক্ষ্য।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম জাতীয় সংসদ। জন প্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে নিয়মিতভাবে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ইতোমধ্যে অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বর্তমান প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

একদিকে মন্ত্রীপরিষদে অংশীদারিত্ব সহ সরকারি দলের ভূমিকা ও অন্যদিকে একই দলের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টির আত্মপ্রকাশের প্রয়াসে দশম জাতীয় সংসদ এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রমী পরিচয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত বিরোধী দলের এই অভিনব ভূমিকার কারণে পঞ্চম সংসদ থেকে শুরু হওয়া সংসদ বর্জনের রাজনীতি দশম সংসদে পরিলক্ষিত হয়নি, হবার সম্ভাবনাও কম। তবে এর ফলে সংসদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন কতটুকু সম্ভব হবে তার মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি। ইতোমধ্যে যদিও সংসদের কোরাম সংকটের বিড়ম্বনা দীর্ঘমেয়াদে কিছুটা কমে এসেছে, দেরীতে উপস্থিতির কারণে সংসদের কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আমাদের জাতীয় সংসদের দৈনন্দিন কার্যকাল সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় ব্যতিক্রমীভাবে স্বল্পমেয়াদী-গড়ে মাত্র দৈনিক সাড়ে তিন ঘন্টার মত, যার থেকে গড়ে ২৮ মিনিট নষ্ট হয় প্রয়োজনীয় কোরামের ঘাটতির কারণে। এ ধরণের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও চলমান সমস্যা চিহ্নিত করে তার উত্তরণে টিআইবি এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। সুপারিশগুলো যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হলে জাতীয় সংসদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে।

এই গবেষণা সার্বিকভাবে পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মোরশেদা আক্তার ও জুলিয়েট রোজেটি। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এডভোকেট সুলতানা কামাল, অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও সুপারিশ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

টীকা

স্পিকার: স্পিকার অর্থ সংসদের স্পিকার এবং সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে সাময়িকভাবে স্পিকারের দায়িত্ব সম্পাদনকারী ডেপুটি স্পিকার বা অন্য কোনো ব্যক্তি।

মন্ত্রী: মন্ত্রী বলতে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে।

সদস্য: সদস্য বলতে জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যকে বুঝানো হয়েছে।

বেসরকারি সদস্য: বেসরকারি সদস্য অর্থ সংসদের ঐ সকল সদস্য যারা মন্ত্রী নন।

কার্যপ্রণালী-বিধি: কার্যপ্রণালী-বিধি বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি বোঝানো হয়েছে।

অধিবেশন: অধিবেশন অর্থ সংসদ আহ্বান করার প্রথম দিন হতে একটি নির্ধারিত দিন পর্যন্ত বৈঠকের সময়সীমা যা কার্য উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।

বৈঠক: বৈঠক অর্থ সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটির বা উপ-কমিটির আরম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকাল।

ফ্লোর আদান-প্রদান: বলতে একজন সদস্যকে মাইকে কথা বলতে দেওয়ার পর আরেক জনকে দেওয়া বোঝানো হয়েছে।

বুলেটিন: বুলেটিন অর্থ সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন বোঝানো হয়েছে।

এক্সপাঞ্জ: এক্সপাঞ্জ বলতে সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাতিল করার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়: অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বলতে যে ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে, তা বহির্ভূত অন্য কোনো ইস্যু।

অপ্রাসঙ্গিক দলীয় প্রশংসা: অপ্রাসঙ্গিক দলীয় প্রশংসা বলতে কোনো কারণ ছাড়াই দলের সাবেক বা বর্তমান নেতা বা নেত্রীর বা দলের প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে।

সমালোচনা: এই প্রতিবেদনে সমালোচনা বলতে সংসদ সদস্য যে বিষয়ে কথা বলছেন সে বিষয়ের সাথে সঙ্গতি নেই বা বিরোধীদের প্রসঙ্গ টানার দরকার না থাকা সত্ত্বেও তা করেন এবং প্রাক্তন বিরোধী বা প্রতিপক্ষ দলের সাবেক নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করাকে বোঝানো হয়েছে।

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন: কার্যপ্রণালী বিধি ৮ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে যেকোনো সংসদ সদস্যের লিখিত নোটিসের প্রেক্ষিতে অন্য একজন সদস্যের সমর্থনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য প্রতি অধিবেশনে পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়।

বিলের প্রকারভেদ ও পাসের প্রক্রিয়া: আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত প্রস্তাবকে 'বিল' বলে। উত্থাপনের দিক দিয়ে বিলগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সরকারি বিল - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দ্বারা উত্থাপিত বিল ও (২) বেসরকারি বিল - মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য দ্বারা উত্থাপিত বিল। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপনের পর কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়, আবার কমিটিতে না পাঠিয়েও বিল পাস করা হয়। তবে বিল পাসের পূর্বে বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী, জনমতের জন্য যাচাই ও বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়। সংসদে কোনো বিল গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দানের পরেই তা অতিরিক্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় এবং আইনে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব: সপ্তম সংসদ থেকে সংসদ চলাকালে সপ্তাহে একদিন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য আধা ঘণ্টা সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংসদ চলাকালে শুধুমাত্র বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব অন্তর্ভুক্ত করার বিধান আছে।[১]

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব : সংসদে প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম এক ঘণ্টা মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন ও তার উত্তর দানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।[২] যেদিন প্রধানমন্ত্রী ৩০ মিনিট প্রশ্নের উত্তর দেন সেদিন পরবর্তী এক ঘণ্টা অন্য মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রতিটি মূল প্রশ্নের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মূল প্রশ্নকারীসহ অন্যান্য সদস্যরা সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব : কার্যপ্রণালী বিধি ১৩০ অনুযায়ী যেকোন সংসদ সদস্য সাধারণ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। ১৩৩ বিধি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সরকারের দায়িত্বাধীন বা আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

সাধারণ আলোচনা: কার্যপ্রণালী বিধি ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী সংবিধান বা এই সংশ্লিষ্ট বিধান ছাড়া অন্য কোন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে স্পিকারের সম্মতিক্রমে সংসদে আলোচনা হতে পারে। ১৪৮ বিধি অনুসারে আলোচনার প্রস্তাবের নোটিসের বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কোন ঘটনা হতে হবে।

জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ অনুযায়ী কোন জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা উত্থাপন করতে ইচ্ছুক কোন সদস্য অন্যূন আরও পাঁচজন সদস্যের স্বাক্ষর এবং বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উত্থাপনের অন্যূন ২ দিন পূর্বে সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

---

[১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*

[২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, *বিধি ৪১*।

৭১(১) এর বিধান সাপেক্ষে স্পিকারের অগ্রিম অনুমতিক্রমে কোনো সদস্য যেকোনো জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের প্রতি কোনো মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। মনোযোগ আকর্ষণ এসব নোটিস থেকে স্পিকার কোনো কোনো নোটিস গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। যেসব নোটিস গৃহীত হয়, তার ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিবৃতি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বিধি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অথচ ৭১(৩) বিধি অনুযায়ী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, গুরুত্ব অনুযায়ী শুধুমাত্র সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নোটিশদাতা সদস্য ৭১-ক বিধি অনুসারে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। তবে উক্ত সময় ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত হবে না এবং ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যত জন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব তত জনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। কোনো সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধির ৬১ বিধি অনুসারে স্পিকারের সম্মতি নিয়ে সমকালীন জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদের কাজ মুলতবি রাখার প্রস্তাব সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। এই প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদের অধিকারের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি ৬৩-এ উল্লেখ করা আছে। ৬৫ বিধি অনুসারে স্পিকার সদস্যদের নোটিসের বিষয়টি বিধিসম্মত মনে করে সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। আবার ৬৬ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নোটিসের ওপর আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবি করার প্রস্তাব ভোটের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন।

অনির্ধারিত আলোচনা: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্য উক্ত সময়ের আলোচিত বা অন্য যেকোন বিষয় নিয়ে স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে পারেন।

মুলতবি প্রস্তাব: কার্যপ্রণালী বিধি ৬১ অনুযায়ী স্পিকারের অনুমতি সাপেক্ষে সাম্প্রতিক ও জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা করার জন্য অন্যান্য কার্যক্রম মুলতবি করার প্রস্তাব।

সংসদে সদস্যদের ভাষার ব্যবহার: কার্যপ্রণালী-বিধি ২৭০-এর ৪, ৫ ও ৬ উপবিধি অনুসারে কোনো সদস্য বক্তৃতার সময় রহিত করার প্রস্তাব ছাড়া সংসদের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কটাক্ষপাত কিংবা সংসদের পরিচালনা বা কার্যপ্রবাহ সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার কিংবা কোনো আক্রমণাত্মক, কটু বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না।

কোরাম সংকট: সংসদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংসদ কক্ষে সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম উপস্থিত না হলে একে কোরাম সংকট বলা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের অধিবেশন চালানোর জন্য কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যকে অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত থাকতে হয়। কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন শুরু করা যায়না।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা: কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৩]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৪] হলো - খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করা; জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নগুলোর মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করা এবং সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

---

[৩] বিস্তারিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পর বিধি মোতাবেক অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[৫] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[৬]

বর্তমান প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত একটি পরিমাণগত গবেষণা। সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত তথ্য ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুণগত পর্যবেক্ষণও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের প্রধান উৎস হল দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত সরাসরি সংসদ কার্যক্রম এবং ধারণকৃত রেকর্ড শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ

---

[৫] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৬] অষ্টম জতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণাধীন তথ্যের সময়

জানুয়ারি ২০১৪ - এপ্রিল ২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

২. দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[৭] সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ভাগ এবং ২০ ভাগ। হলফনামায় উল্লেখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৯ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৩ ভাগ। দশম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫.১% সদস্য স্নাতক এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১.৬% সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের।

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার ৩০ ভাগের বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে দশম সংসদে ১৩ শতাংশে পৌছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৮ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দশম সংসদে শতকরা ৫৯ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ২.২)।

চিত্র: ১ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

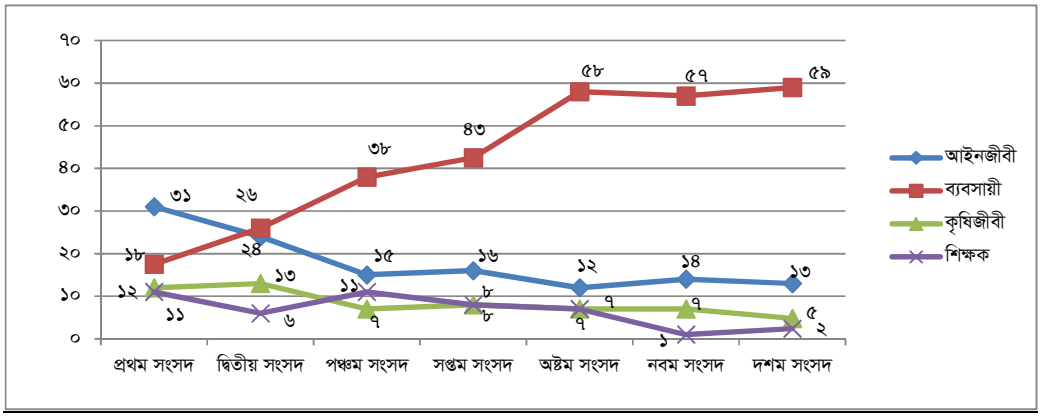

৩. গবেষণার পর্যবেক্ষণ

৩.১ *দশম সংসদের অধিবেশনের কার্যকাল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়*

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৩৬ দিন (২৯ জানুয়ারি - ১০ এপ্রিল ২০১৪), ব্যয়িত মোট সময় ১১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ০৯ মিনিট। প্রতিনিধিত্ব সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সবচেয়ে বেশী ৫২.৩% সময়ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ১.৮%, তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মোট ৮৭ শতাংশ সময় ব্যয় করা হয়।এর মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী (২২%) সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ভারতে ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ২৭% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৪% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে এবং রাজ্যসভায় মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ৫১% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৬% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করা হয়।[৮]

[৭] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[৮] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

চিত্র ২: প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

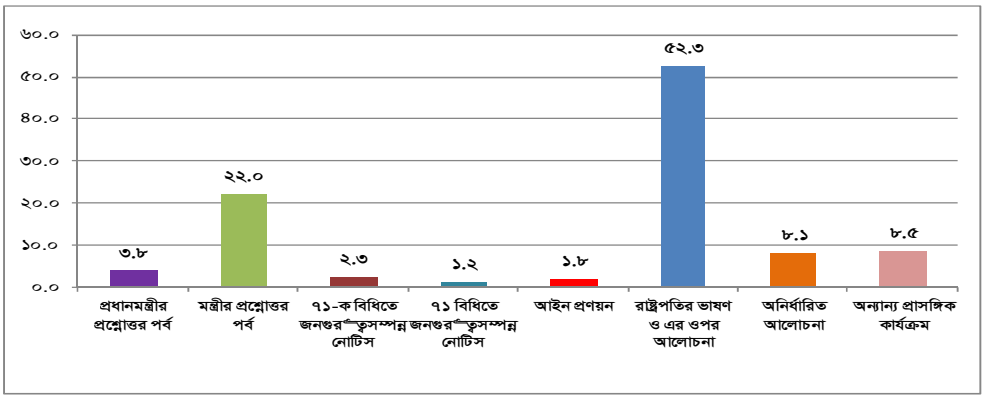

৩.২ *অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি*

কার্যদিবস প্রতি গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২৪ জন যা মোট সদস্যের ৬৪%। ২৩% সংসদ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ৭% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের তিনজন[৯] এবং স্বতন্ত্র একজন[১০] সদস্য প্রথম অধিবেশনের ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৬ কার্যদিবসে (১০০%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি দলের সংসদ সদস্যদেরর মধ্যে শতকরা ২১.৮%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩০.৮% এবং অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে ৫০% সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে মোট ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৩২ দিন (প্রায় ৮৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৪ দিন (প্রায় ৩৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন। ৩২.৭% মন্ত্রী মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন।

৩.৩ *সংসদ বর্জন*

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি।

৩.৪ *ওয়াকআউট*

প্রথম অধিবেশনে কার্যদিবসগুলোর মধ্যে ১টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই ওয়াকআউট করা হয়।

৩.৫ কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথম অধিবেশনে মোট ১৭ ঘন্টা ৭ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[১১] এ হিসাবে প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

---

[৯] গাইবান্ধা-৫ (মো. ফজলে রাব্বী মিয়া), নওগাঁ-২ (মো. শহীদুজ্জামান সরকার), ঢাকা-১৬ মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা)।

[১০] নরসিংদী-২ (কামরুল আশরাফ খান)।

[১১] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

চিত্র ৩: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

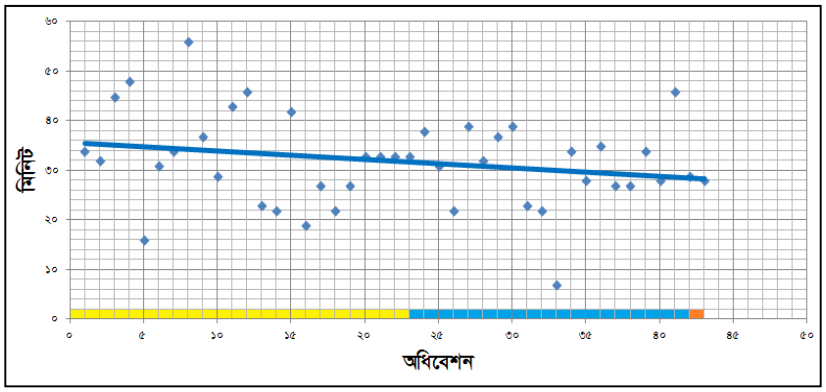

প্রতি অধিবেশনে গড় কোরাম সংকট অষ্টম সংসদে ছিল ৩৭ মিনিট (সর্বোচ্চ ৫৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ১৬ মিনিট) এবং নবম সংসদে ৩২ মিনিট (সর্বোচ্চ ৪৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ৭ মিনিট)। অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ ধারা নিম্নমুখী হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়।

৩.৬ আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

প্রথম অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১ ঘন্টা ৪১ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১.৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভারতে[১২] ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় হাউজে ৮% সময় আইন প্রণয়নে ব্যয় করা হয় ।

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে মাত্র ২টি সরকারি বিল পাস করা হয়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬ মিনিট। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে কোন সদস্য অংশগ্রহণ করেননি। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট ব্যয় করেন। ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে ২৩% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলের ওপর প্রায় ৩ ঘন্টার অধিক সময় আলোচনা করতে দেখা যায়।[১৩]

স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ২টি সরকারি বিল সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়, তবে মোট ৬টি বেসরকারি বিলের নোটিস দেওয়া হলেও সংসদে সেগুলো উত্থাপিত হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সংসদের অমীমাংসিত কোনো সিদ্ধান্ত নবনির্বাচিত সংসদে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। তাই নবম সংসদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের সুপারিশ করা হলেও দশম সংসদে বিলসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হতে দেখা যায়নি। দশম সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারে ক্ষমতাসীন প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এ সম্পর্কিত অঙ্গীকার থাকলেও প্রথম অধিবেশনে এই বিলটি পাসের কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি।

৩.৭ সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা

সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন, সাধারণ আলোচনা পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৫৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন প্রধান বিরোধী দলের ১ জন সদস্য। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৮৪ জন। মোট ১৯১ জন সদস্য (৫৪.৬%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।

৩.৭.১ প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রী মোট ৬টি কার্যদিবস সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৩ ঘন্টা ২৭ মিনিট। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, ১৬ জন সরকারি দলের ১ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি,

[১২] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*
[১৩] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*

উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিক নির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি, তৈরী পোশাক শিল্পের সহযোগী উপকরণ তৈরীর জন্য শিল্প কারখানা নির্মাণ, জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে ১৩৭ জন সংসদ সদস্য মোট ১৪৭টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৪৬টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১০৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সংসদ সদস্যরা মোট ৩৬টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৫৯টি) এবং অর্থ (৫৩টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৫০টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ (৪৪টি) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।অন্যান্য ৩২টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।

৩.৭.২ *সিদ্ধান্ত প্রস্তাব*

বিধি ১৩১ অনুযায়ী উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে সবগুলো প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়। বিষয়গুলোর মধ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রস্তাবকারী সদস্যদের যেসব ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

৩.৭.৩ *জনগুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস*

প্রথম অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ১৭৪টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ১২৭টি সরকারি দলের, ১৯টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২৮টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের। নোটিসগুলোর মধ্যে ১৫টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৯টি নোটিস সরকারি দলের, ৪টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৭১টি নোটিসের ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে সরকারি দলের ৪৫ জন সদস্য ৫৩টি নোটিস, ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৫টি নোটিস এবং ১০ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ১৩টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (১২টি)।

৩.৭.৪ *মুলতবি প্রস্তাব*

একজন স্বতন্ত্র সদস্য বিধি ৬১ অনুযায়ী ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেন। নোটিসের বিষয়সমূহ-

- ঢাকা সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে দিনে অর্ধকোটি টাকার চাঁদাবাজি
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে বছরে ২৯ কোটি টাকার তেল চুরি
- মেঘনায় অবাধে চলছে জাটকা শিকার
- রংপুর মেডিকেল কলেজে দুইবছরে দেড় কোটি টাকার ওষুধ চুরি
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর - দুর্নীতির দুর্গ

নোটিসের বিষয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য বিধিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হওয়ায় স্পিকার নোটিসগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য মূলতবি প্রস্তাবের নোটিসের বিষয়গুলো নিয়ে অন্য কোন পর্বেও আলোচনা হয়নি।

৩.৭.৫ *অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার*

প্রথম অধিবেশনে মোট ২৩টি কার্যদিবসে প্রায় ৯ ঘন্টা ১৩ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ২৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৪ জন) প্রায় ৮ ঘন্টা ৫০ মিনিট ৪০টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে প্রাক্তন প্রধান বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের সমালোচনা, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের

সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। তবে জাতীয় ইস্যু, আন্তর্জাতিক চুক্তি এই বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান বিরোধী দল কোনো অবস্থান নেয়নি। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র সদস্য প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মন্ত্রীপরিষদে সহাবস্থানকে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৩.৭.৬ *জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত না হওয়া*

প্রথম অধিবেশন চলাকালীন কিছু ঘটনা এবং বিষয় বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচিত হলেও সংসদে কোনো দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮, ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিস বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের রয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের উত্থাপন করেনি, যেমন- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস[১৪], মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি[১৫], উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য[১৬], চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ[১৭], হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যদের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ[১৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.৭.৭ *জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি*

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি (৫১টি) গঠন করা হলেও, কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদেরকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম অধিবেশনে ৪৩টি কমিটি মোট ৬৫টি বৈঠক করে। এরমধ্যে ২৩টি কমিটি ১টি করে, ১৮টি কমিটি ২টি করে এবং ২টি কমিটি ৩টি করে বৈঠক করে। দশম সংসদ গঠনের পর থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৩টি করে বৈঠক করে। ৮টি কমিটি কোনো বৈঠক করেনি।

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ৪৩টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৭৮%। কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশী (১০০%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে ৬০%।

সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করলেও তা দীর্ঘ দিন ধরে হিমাগারে পড়ে আছে। বিদায়ী নবম সংসদে বিলটি উত্থাপন ও পাস হওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা হয়নি। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেও বিলটি উত্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যদের এধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী করেছে[১৯]।

৩.৭.৮ *রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা*

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২২৮ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৫৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ৫২.৩%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৬৫, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৩৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে রাজনীতিকীকরণ করে সাবেক বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন। তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা প্রাধান্য এ পর্বে উল্লেখযোগ্য।

সংসদ নেতার বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সেবাখাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, রাস্তাঘাট, পুল ও সেতু উন্নয়নের চিত্র ইত্যাদি। বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যে ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, স্বাধীনতার ঘোষক ও

[১৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[১৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[১৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৯] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক না করার অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের ব্যবস্থা, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

সারণি ১: অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২২ (৬.৩%)	১৬ (৪.৬%)	১ (০.৩%)	৫ (১.৪%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩৭ (৩৯.১%)	১০৭ (৩০.৬%)	১৬ (৪.৬%)	১৪ (৪%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১৭ (৪.৯%)	১৩ (৩.৭%)	১ (০.৩%)	৩ (০.৯%)
অনির্ধারিত আলোচনা	২৯ (৮.৩%)	১৯ (৫.৪%)	৬ (১.৭%)	৪ (১.১%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৮ (২.৩%)	৪ (১.১%)	৩ (০.৯%)	১ (০.৩%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৬.৬%)	৪৫ (১২.৯%)	৩ (০.৯%)	১০ (২.৯%)
আইন প্রণয়ন	৮ (২.৩%) (মন্ত্রী)	৮	-	-
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২২৮ (৬৫.১%)	১৬৫ (৪৭.১%)	৩০ (৮.৬%)	৩৩ (৯.৪%)

* ৮৩ জন সদস্য কোনো পর্বে অংশ নেননি (সরকারি ৭৪ জন, প্রধান বিরোধী ৮ জন, অন্যান্য বিরোধী ১ জন)

৩.৮ সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

দশম সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ৮ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ দশম সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা ৬৯ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৯টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন পায়। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৪ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর এবং ৩১ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ের। উল্লেখ্য সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ২৯ ভাগ নারী সদস্য ব্যবসায়ী, ২৩.৩ শতাংশ আইনবিদ, ১৪.৫ শতাংশ রাজনীতিক, ৭.২ শতাংশ শিক্ষক। প্রথম অধিবেশনে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৫.৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০% সময় উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৬ জন নারী সংসদ সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) ১২টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যাদের মধ্যে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কোনো দলের কোনো সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিলনা। ৭১-ক বিধিতে একজন সরকার দলীয় নারী সদস্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য কর্তৃক ২টি নোটিস (১টি সরকারি, ১টি প্রধান বিরোধী) দেওয়া হলেও কোনো নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫১ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১২ জন সরাসরি নির্বাচিত (২ জন প্রধান বিরোধী দলের), সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৩ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ২ জন সরকারি দলের নারী সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) অংশ নেন।

মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৫০টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এর বাইরে ১টি কমিটিতে (সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত) কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৫ জন নারী সদস্য মনোনীত হয়েছেন (৪টি কমিটিতে স্পিকার, ৪টি কমিটিতে ৪ জন সরকারি দলের সদস্য)।

৩.৯ স্পিকারের ভূমিকা

প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ৭৭ ঘন্টা ৩১ মিনিট (৬৮%), ডেপুটি স্পিকার ৩৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট (৩০%) ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (২%) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের উপর রুলিং প্রদান করেন নি। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা যায় ।

৪. উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।
- অষ্টম ও নবম সংসদের অধিবেশনগুলোর সাপেক্ষে গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি।

নেতিবাচক দিক

- দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ৬৪% (নবম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৬৮%)।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী প্রস্তাব এবং জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কোনো ক্ষেত্রেই সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল না।
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকার কোনো রুলিং দেননি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে কোনো সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- প্রধান বিরোধী দলসহ কোনো সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত না হওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ -
    - ✓ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস
    - ✓ মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি
    - ✓ উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য
    - ✓ চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ
    - ✓ হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ
- মন্ত্রীসভার সদস্য এবং প্রধান বিরোধী দল উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির অবস্থানের কারণে দশম সংসদ ব্যতিক্রমী পরিচিতি লাভ করেছে।

সারণি ২: নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল:

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	দশম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।	৮১% সদস্য সরকারি ও ১৯% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	কার্যদিবস ছিল ১৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ৫৮ ঘন্টা ১২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৪ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ১৪৫ ঘন্টা ২২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৪৩ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৬ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট প্রায় ১১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৯ মিনিট।
কোরাম সংকট	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৪ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৮ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ২৮ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	-*	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৮%।	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৪%।

সংসদ নেতার উপস্থিতি	-*	৭৬.৯২% কার্যদিবস (৩০ কার্যদিবস)।	৮৮.৮৮% কার্যদিবস (৩২ কার্যদিবস)।
বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	০% কার্যদিবস।	৭.৬৯% কার্যদিবস (৩ কার্যদিবস)।	৩৮.৮৮% কার্যদিবস (১৪ কার্যদিবস)।
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ৪৮টি যার সবগুলো সরকারি দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ২৩৭টি যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ২১৮ ও ১৯টি।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ১৪৭টি মূল প্রশ্ন ছিল মোট যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ১২১টি ও ২৬ টি।
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত নোটিস	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৪.৪%, অন্যান্য বিরোধী দলের ১৫.৬% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৮.৯%, বিরোধী দলের ১১.১% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৫৮.৩%, বিরোধী দলের ৪১.৭% নোটিস গৃহীত হয়।
বিল পাস	৫টি বিল পাস হয়।	৩২টি বিল পাস হয়। উল্লেখ্য তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংসদে অনুমোদন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় বিলের সংখ্যা বেশী।	২টি বিল পাস হয়।
সংসদীয় কমিটি গঠন	প্রথম অধিবেশনে ৫টি কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি ।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি।
সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ বর্জন করে। কোনো ওয়াকআউট হয়নি।	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবসে যোগদান করলেও পরবর্তীতে আসন বিন্যাসকে কেন্দ্র করে ১৭ কার্যদিবস (৪৩.৫৯%) সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দল ৬ বার ওয়াকআউট করে।	প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি। প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে।
অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ২ ঘন্টা ৪৮ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৪.৮%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৩.৭%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৯ ঘন্টা ১৩ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৮%।
দলীয় প্রশংসা	-*	নিজ দলের প্রশংসা ২৫১ বার	নিজ দলের প্রশংসা ৮৫৬ বার
সমালোচনা	-*	সরকার ও বিরোধী দল একপক্ষ প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা করে ৩৪২ বার।	সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা করে ৫৩১ বার।
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	-*	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ৫০৩ বার উত্থাপন করা হয়।	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ১৫৯ বার উত্থাপন করা হয়।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	সময় নিয়ন্ত্রণ করার চর্চা উৎসাহিত করায় নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হ্রাস পায়। তবে আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	দশম সংসদেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তবে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দলকে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা করতে দেখা যায়।
স্পিকারের ভূমিকা	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৮৬ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১৫ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৭৩৩ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ৪৬ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১২ বার মাইক বন্ধ করে দেন।

* তথ্য নেই

৫. সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

৫.১ স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

৫.১.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

২. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.১.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. নবম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.১.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

৫.১.৪ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে ।

৫.১.৫ সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৯. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৫.১.৬ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১০. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

৫.২ দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

৫.২.১ সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

৫.২.২ সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৫. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২.৩ সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

৫.২.৪ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

৭. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তম্ভ জাতীয় সংসদ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সংসদে আলোচনা করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, দেশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছানো, এবং সেই সাথে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া। সংসদের কাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়: প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি।

সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংসদে জনগণের হয়ে বিভিন্নভাবে সরকারকে জবাবদিহি করে থাকে।[২০] প্রশ্নোত্তর, আইন প্রণয়ন, মনোযোগ আকর্ষণ নোটিস, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, বিভিন্ন বিধিতে জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য, সর্বোপরি সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সংসদে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় সরকার দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দশম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও কার্যকর সংসদ

নবম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুমোদন করায় দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তৈরী হয়। নবম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান বিরোধী জোট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। কিন্তু সরকার পক্ষের সাথে প্রধান বিরোধী জোটের নির্বাচন সম্পর্কিত সমঝোতা আলোচনা ফলপ্রসু না হওয়ায় প্রধান বিরোধী জোট দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বর্জন করে। দুই পক্ষের আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি ও বাস্তবসম্মত সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন মহলের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একটি সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে নবম সংসদের পাঁচ বছর পূর্তির পূর্বে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (৮১%) ভিত্তিতে সরকার গঠন করে। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করছে জাতীয় পার্টি (জেপি), বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) এবং স্বতন্ত্র সদস্য।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ব্যতিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে সংসদ বা সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাকে কার্যকর করা বিষয়ক কোন প্রতিশ্রুতি দেখা যায়নি। নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ দেখা যায়,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ[২১]

- সংবিধান সুরক্ষা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে।
- সংসদকে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- সংসদের ভেতরে এবং বাইরে সংসদ সদস্যদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ বিধি-বিধান করা হবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল[২২]

- সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন এবং কমিটিসমূহের প্রকাশ্য গণশুনানীর ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করা হবে।
- জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হবে।

---

[২০] জবাবদিহিতার অর্থ জনপ্রতিনিধিদের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করা, সমালোচনার প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ নেওয়া বা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা, এবং ব্যর্থতা, অদক্ষতা বা মিথ্যাচারের জন্য দায় স্বীকার করা। সূত্র: Ian McLean and Alistair McMillan (ed), *The Concise Dictionary of Politics*, New Delhi, Oxford University Press, 2006.

[২১] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

[২২] জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।

গণতন্ত্রের একটি প্রধান শর্ত রাজনৈতিক সহনশীলতা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহনশীল মনোভাব কমই লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা এবং সংসদকে কার্যকর করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করা হলেও, সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চায় এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিরোধিতা ও গঠনমূলক সমালোচনা সত্ত্বেও সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে জনকল্যাণের জন্য দেশ পরিচালনার মনোভাব ও চর্চা থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সংসদে সংসদ সদস্যদের পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, ধারাবাহিক সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি জনগণকে হতাশ করেছে। আবার সংসদের অভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে সংসদের বাইরে হরতাল বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলেছে। দশম সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক সংসদের বাইরে হরতাল বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত না হলেও রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং শিষ্টাচারের চর্চা সুস্পষ্ট নয়।

গবেষণার পটভূমি

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চর্চায় সংসদীয় কার্যক্রমের অপরিসীম ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের ২৩টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যায়ে ছয়টি এবং নবম জাতীয় সংসদের ১৯টি অধিবেশনের ওপর ভিত্তি করে ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[২৩] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিবেদনটি দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

- দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত একটি পরিমাণগত গবেষণা। সংসদীয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত তথ্য ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুণগত পর্যবেক্ষণও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের প্রধান উৎস হল দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারিত কার্যক্রম। পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, সরকারি গেজেট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য এবং প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ।

প্রথমে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত সরাসরি সংসদ কার্যক্রম এবং ধারণকৃত রেকর্ড শুনে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রে সংগৃহীত হয়। প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কার্যদিবস সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য, কোরাম সংকট এবং সদস্যদের উপস্থিতি, অধিবেশন বর্জন, ওয়াক আউট, স্পিকারের ভূমিকা, রাষ্ট্রপতির ভাষণ, বাজেট আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস সংক্রান্ত বিষয়, আইন প্রণয়ন, পয়েন্ট অব অর্ডার, বিভিন্ন বিধিতে মন্ত্রীদের বক্তব্য, সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য, সাধারণ আলোচনা, সদস্যদের সংসদীয় আচরণ সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি। সময় নিরূপণের জন্য স্টপওয়াচ ব্যবহার করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের সংশ্লিষ্ট সামঞ্জস্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র এবং সংসদ সচিবালয়ের তথ্যসূত্র নেওয়া হয়েছে।

১.৪ গবেষণাধীন তথ্যের সময়

জানুয়ারি ২০১৪ - এপ্রিল ২০১৪ সময়কালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ।

[২৩] অষ্টম জতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ২২ আগস্ট ২০০২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২ মে ২০০৩, তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮ ডিসেম্বর ২০০৩, চতুর্থ প্রতিবেদন ১ মার্চ ২০০৫, পঞ্চম প্রতিবেদন ২৭ জুন ২০০৬, ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত হয়। নবম জাতীয় সংসদের ওপর প্রথম প্রতিবেদন ৪ জুলাই ২০০৯, দ্বিতীয় প্রতিবেদন ২৮ জুন ২০১১, তৃতীয় প্রতিবেদন ২ জুন ২০১৩ এবং চতুর্থ প্রতিবেদন ১৮ মার্চ ২০১৪ প্রকাশিত হয়।

অধ্যায় দুই

দশম জাতীয় সংসদের মৌলিক তথ্যাবলী

দশম সংসদ সদস্যদের দল ভিত্তিক আসনবিন্যাস

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ১৫৩টি আসনে নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হন। বাকী ১৪৭টি আসনে মোট ৩৯০ জন প্রার্থী সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।[২৪] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি, জাতীয় পার্টি ৩৪টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৫টি, জাতীয় পার্টি (জেপি) ২টি, তরিকত ফেডারেশন ২টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১টি এবং স্বতন্ত্র ১৬টি আসনে জয়ী হয়। সংরক্ষিত আসনের ৫০টির মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি, জাতীয় পার্টি ৬টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র ৩টি আসন পেয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির ২জন সদস্য মৃত্যুবরণ করায় ২টি আসন শূন্য রয়েছে। উল্লেখ্য সরাসরি নির্বাচিত প্রতি ৬টি আসনের বিপরীতে ১টি করে নারী আসন সংরক্ষিত। সরাসরি নির্বাচনে ১৯ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। দশম জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত পুরুষ সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৯৪ ভাগ এবং নারী সংসদ সদস্যের শতকরা হার ৬ ভাগ। সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে শতকরা ৮০ভাগ এবং ২০ ভাগ। নিম্নের সারণিতে (সারণি ২.২) বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনসহ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যা দেওয়া হল[২৫]:

সারণি ২.২ দশম সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ও আসন সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	নির্বাচিত	সংরক্ষিত	মোট
সরকারি দল			
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৩	৩৯	২৭২
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৫	১	৬
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	১	৭
তরিকত ফেডারেশন	২	০	২
প্রধান বিরোধী দল			
জাতীয় পার্টি	৩৩	৬	৩৯
অন্যান্য বিরোধী দল			
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ)	১	০	১
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০	২
স্বতন্ত্র	১৬	৩	১৯
শূন্য	২	০	২
মোট	৩০০	৫০	৩৫০

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ সদস্যদের দলভিত্তিক নামের তালিকা, তৃতীয় সংস্করণ, ২৯ এপ্রিল, ২০১৪।

নির্বাচিত সদস্যদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

দশম জাতীয় সংসদের সদস্যদের হলফনামায় উল্লেখিত প্রধান পেশা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ৫৯ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আইনজীবী শতকরা ১৩ ভাগ। এক্ষেত্রে দলভিত্তিক বিশ্লেষণে আওয়ামী লীগ ও শরীক দলের শতকরা ৫৯ ভাগ, এবং জাতীয় পার্টির শতকরা ৫৬ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী (চিত্র: ২.১)।

[২৪] বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়।

[২৫] আসনভিত্তিক সংসদ সদস্যদের নাম জানতে দেখুন- www.parliament.gov.bd

চিত্র: ২.১ দশম সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

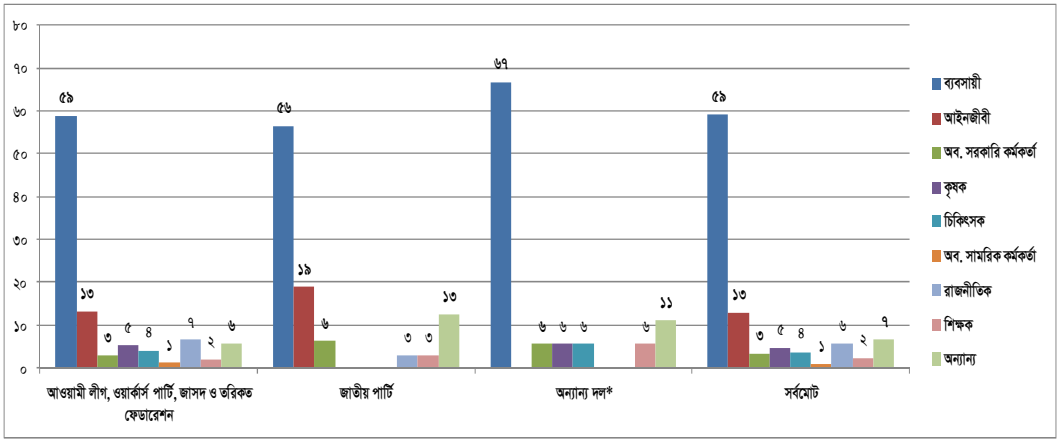

*জাতীয় পার্টি (জেপি), বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) এবং স্বতন্ত্র

বিগত কয়েকটি সংসদের সদস্যদের প্রধান পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথম সংসদে আইনজীবীদের শতকরা হার ৩০ ভাগের বেশী থাকলেও ক্রমাগত তা হ্রাস পেয়ে দশম সংসদে ১৩ শতাংশে পৌছেছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের শতকরা হার প্রথম সংসদে ১৮ ভাগ থাকলেও ক্রমাগত এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দশম সংসদে শতকরা ৫৯ ভাগে দাড়িয়েছে (চিত্র: ২.২)।

চিত্র: ২.২ কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশা (শতকরা হার)

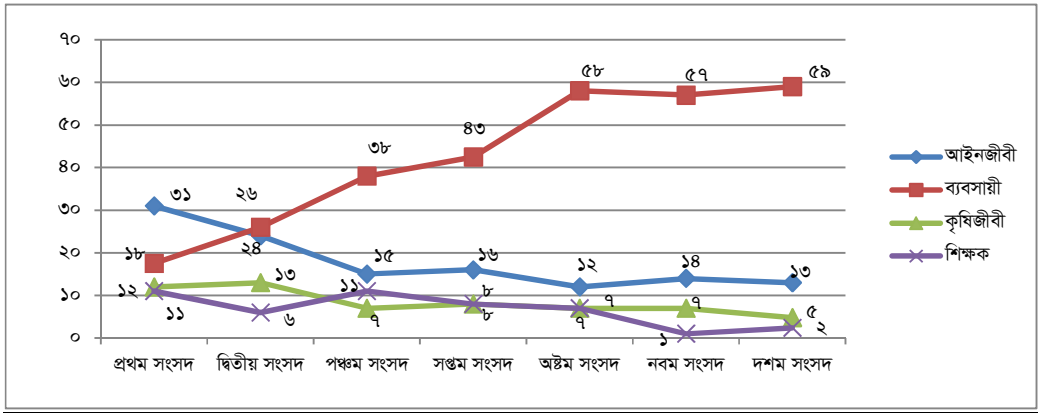

নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দশম সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৫.১% সদস্য স্নাতক এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১.৬% সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের।

চিত্র: ২.৩ দশম সংসদ নির্বাচিত সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (শতকরা হার)

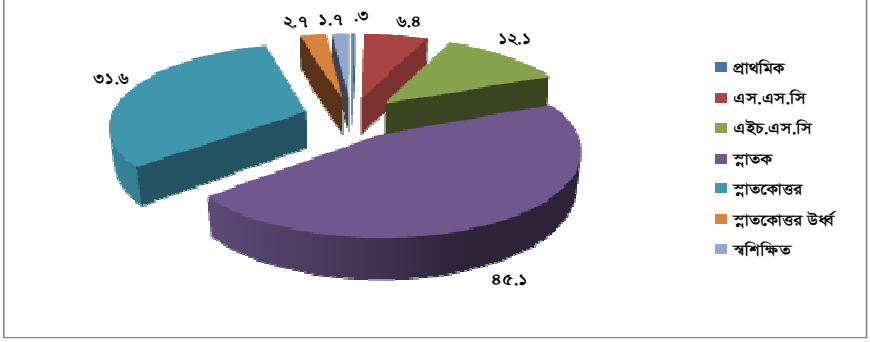

স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন

দশম জাতীয় সংসদে রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার এবং গাইবান্ধা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. ফজলে রাব্বী মিয়া ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ পরিচালনা করার জন্য পাঁচ সদস্যের সভাপতিমন্ডলী নির্বাচন করা হয়। সভাপতিমন্ডলীর সদস্যরা হলেন, জামালপুর-১ আসনের আবুল কালাম আজাদ, রংপুর-৫ আসনের এইচ এন আশিকুর রহমান, ঢাকা-১৮ আসনের সাহারা খাতুন, পঞ্চগড়-২ আসনের মো. নূরুল ইসলাম সুজন এবং কুড়িগ্রাম-৩ আসনের এ, কে, এম, মাঈদুল ইসলাম।

কার্যসময় ও বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ছিল ৩৬ দিন (২৯ জানুয়ারি - ১০ এপ্রিল ২০১৪), ব্যয়িত মোট সময় ১১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট[২৬]। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল প্রায় ৩ ঘন্টা ০৯ মিনিট। প্রতিনিধিত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় সবচেয়ে বেশী ৫২.৩% ব্যয়িত হয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে ১.৮%, তদারকি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মোট ৮৭ শতাংশ সময় ব্যয় হয় যার মধ্যে মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে তুলনামূলক বেশী (২২%) সময় ব্যয়িত হয়। উল্লেখ্য, ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ২৭% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৪% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে এবং রাজ্যসভায় মোট সময়ের ৮% আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে, ৫১% কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট বিতর্কে, ১৬% প্রশ্নোত্তর পর্বসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় করা হয়।[২৭]

চিত্র ২.৪: প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

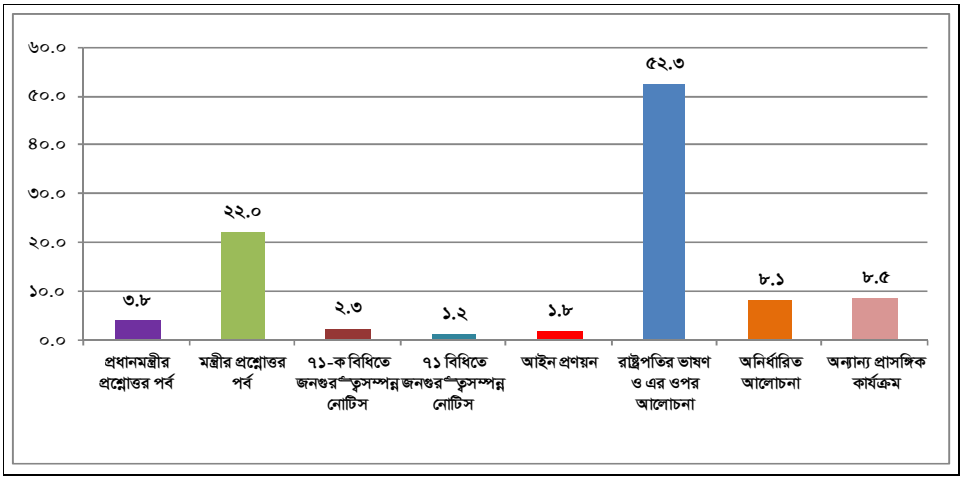

বাংলাদেশের সংসদের কার্যকাল অন্যান্য দেশের কার্যকালের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংসদের অধিবেশন সকালে শুরু হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসে গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা[২৮] এবং ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা[২৯] সংসদ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

[২৬] পরিশিষ্ট ১

[২৭] *www.prsindia.org, viewed on 22 June 2014*

[২৮] www.parliament.uk, *viewed on 4 February 2014*

[২৯] www.prsindia.org, *viewed on 27 May 2013*

অধ্যায় তিন

সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট

সংসদকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি। এ বিষয়টি সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতি

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সদস্যদের ৩৬ কার্যদিবসের উপস্থিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্বিকভাবে সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি ২১ কার্যদিবস।

প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিলো ২২৪ জন যা মোট সদস্যের ৬৪%। সার্বিকভাবে ২৩% সদস্য মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে এবং ৭% সদস্য ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। সরকারি দলের তিনজন[৩০] এবং স্বতন্ত্র একজন[৩১] সদস্য প্রথম অধিবেশনের ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৬ কার্যদিবসে (১০০%) সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: ৩.১ সংসদে সদস্যদের সার্বিক উপস্থিতির শতকরা হার

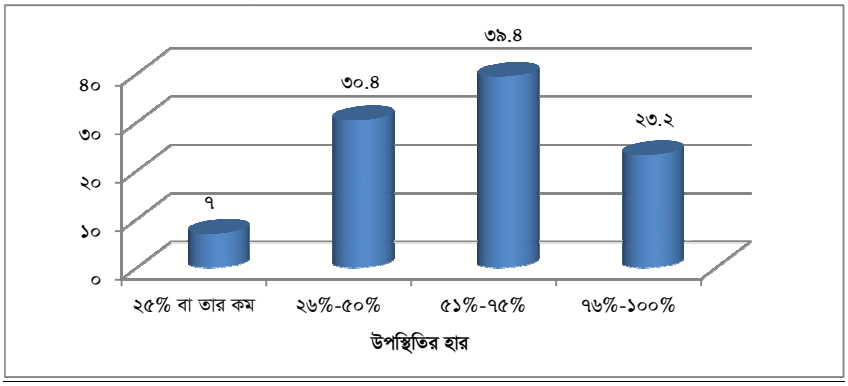

সরকারি দলের সদস্যদের উপস্থিতি:

সরকারি দলের সংসদ সদস্যের মধ্যে শতকরা ২১.৮ ভাগ সদস্য অধিবেশনের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শতকরা ৩৮.৭ ভাগ সদস্য মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে সংসদে উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের ৩০.৮% মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী অর্থাৎ ৭৫ শতাংশের বেশী কার্যদিবস এবং ৩৮.৫% মোট কার্যদিবসের ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধীদের মধ্য থেকে শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধীদের মধ্যে কোন সদস্যই ২৫% কার্যদিবসের কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতার উপস্থিতি

প্রথম অধিবেশনে মোট ৩৬ কার্যদিবসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের ৩২ দিন (প্রায় ৮৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৪ দিন (প্রায় ৩৮.৮৮%) উপস্থিত ছিলেন।

[৩০] গাইবান্ধা-৫ (মো. ফজলে রাব্বী মিয়া), নওগাঁ-২ (মো. শহীদুজ্জামান সরকার), ঢাকা-১৬ মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা)।
[৩১] নরসিংদী-২ (কামরুল আশরাফ খান)।

মন্ত্রীদের উপস্থিতি

মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশ কার্যদিবসের বেশী ৩২.৭%, ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ৫১% এবং ২৬-৫০ শতাংশ কার্যদিবসে প্রায় ১২.২% মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ বর্জন

সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে নবম সংসদ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের ধারাবাহিক উর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। পঞ্চম সংসদে এই হার ছিলো প্রায় ৩৪%, অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয় ৬০% এবং নবম সংসদের ৫ বছরের ১৯টি অধিবেশনে তা ৮১.৫৮%-এ দাঁড়ায়।[৩২] কিন্তু দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করেনি।

ওয়াকআউট

প্রথম অধিবেশনে কার্যদিবসগুলোর মধ্যে ১টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই ওয়াকআউট করা হয়।

কোরাম সংকট

সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়। মন্ত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় সকল কার্যদিবসে কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন বিলম্বে শুরু হয়। সার্বিকভাবে প্রথম অধিবেশনে মোট ১৭ ঘন্টা ৭ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়। অর্থাৎ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ২৮ মিনিট কোরাম সংকটের কারণে অপচয় হয়।

সংসদ শুরুর নির্ধারিত সময় থেকে শুরুর সময় এবং নামাজ বিরতির পর নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় যুক্ত করে কোরাম সংকটজনিত সময় প্রাক্কলন করা হয়। সংসদের বাজেটের ভিত্তিতে সংসদ পরিচালনার ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী সংসদ পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড়ে প্রায় ৭৮ হাজার টাকা খরচ হয়।[৩৩] এ হিসাবে প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটে ব্যয়িত মোট সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা এবং প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

চিত্র ৩.২: অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

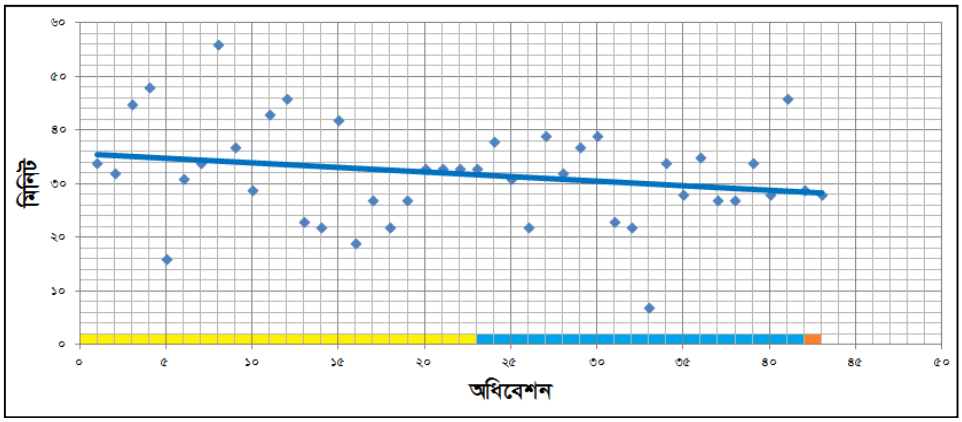

প্রতি অধিবেশনে গড় কোরাম সংকট অষ্টম সংসদে ছিল ৩৭ মিনিট (সর্বোচ্চ ৫৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ১৬ মিনিট) এবং নবম সংসদে ৩২ মিনিট (সর্বোচ্চ ৪৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ৭ মিনিট)। অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ ধারা নিম্নগামী হলেও উল্লেখযোগ্য নয় ।

---

[৩২] তথ্যসূত্র: *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, জালাল ফিরোজ।

[৩৩] সংসদ পরিচালনার ব্যয় হিসাব করতে জাতীয় সংসদের ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতা, সম্পদ ও অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বিভিন্ন সরবরাহ ও সেবা সম্পর্কিত ব্যয়, সংসদ টিভির জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অর্থের সাথে বাৎসরিক বিদ্যুৎ বিলের ব্যয়িত অর্থ যুক্ত করে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে এ ব্যয় থেকে সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদের সংশোধিত অনুন্নয়ন ব্যয় ছিল প্রায় ১১৪ কোটি টাকা, সংসদীয় কমিটির বাৎসরিক ব্যয় ৪.১৮ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা ৯৫ লক্ষ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল ৩.৩১ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে সংসদের মোট অধিবেশন চলে ২৩৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট। এই হিসেবে সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে গড় অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা এবং প্রথম-উনবিংশতিতম অধিবেশন পর্যন্ত ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট কোরাম সংকটের মোট অর্থ মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলিত অর্থমূল্য থেকে বাস্তব অর্থমূল্য আরও বৃদ্ধি পেতে পারে কারণ জাতীয় সংসদের অনুন্নয়ন ব্যয় ও বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও সংসদ পরিচালনায় আরো কিছু সেবা খাত রয়েছে যার ব্যয় এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি এবং সর্বশেষ অর্থবছরের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহ করতে না পারায় উক্ত বছরের তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা যায়নি।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের দিন অর্থাৎ প্রতি বুধবার সদস্যদের উপস্থিতি অন্যান্য কার্যদিবসের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশী।
- বেসরকারি সদস্যদের দিবসে সদস্যদের তুলনামূলক কম উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।
- মোট কার্যদিবসের শতকরা ৫১-৭৫ ভাগ কার্যদিবস উপস্থিতির ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলের তুলনায় অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো সর্বোচ্চ।

অধ্যায় চার

আইন প্রণয়ন

যেকোনো আইনের চূড়ান্ত বৈধতার জন্য সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন। সংসদে একটি বিল উত্থাপিত হওয়ার পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ বা জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে বিলটি পাসের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। সংসদ অধিবেশনে সকলের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়ে গেলে সদস্যদের কোন সংশোধনী বা পর্যবেক্ষণ নিয়ে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার বিবৃতি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুমোদনক্রমে একটি বিল পাস করা হয়। সংসদে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে আইন হিসেবে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের কণ্ঠভোটের মাধ্যমেই অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা দেখা যায়।

আইন সংক্রান্ত কাজে ব্যয়িত সময়

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট প্রায় ১ ঘন্টা ৪১ মিনিট সময় ব্যয় করা হয় যা অধিবেশনগুলোর ব্যয়িত মোট সময়ের ১.৮ শতাংশ। ২০১৩ সালে ভারতে[৩৪] ১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ৮% সময় আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়।

প্রথম অধিবেশনে মাত্র ২টি সরকারি বিল পাস করা হয়। বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৬ মিনিট। উল্লেখ্য, এই অধিবেশনে বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে কোন সদস্য অংশগ্রহণ করেননি। বিল উত্থাপন, পাসের অনুমতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সম্পর্কিত বিবৃতি উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবৃন্দ প্রায় ১ ঘন্টা ১৮ মিনিট ব্যয় করেন। ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে ২৩% বিল পাসের ক্ষেত্রে গড়ে প্রতিটি বিলে প্রায় ৩ ঘন্টার অধিক সময় আলোচনা করতে দেখা যায়।[৩৫]

প্রথম অধিবেশনের বিলসমূহ

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৭টি বিল উত্থাপনের নোটিস পাওয়া গেলেও ৬টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। বিলসমূহের ধরন অনুযায়ী ৪টি সংশোধনী বিল এবং ৩টি নতুন বিল।[৩৬] উত্থাপিত সবগুলো বিল স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ২টি বিল সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বিলুপ্ত সংসদের অমীমাংসিত কোনো সিদ্ধান্ত নবনির্বাচিত সংসদে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। তাই নবম সংসদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের সুপারিশ করা হলেও দশম সংসদে বিলসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সরকারি বিল

প্রথম অধিবেশনে ২টি বিল পাস করা হয়, একটি আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এবং অন্যটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংশোধনী বিল।[৩৭]

বেসরকারি বিল

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট ৬টি বেসরকারি বিলের নোটিস[৩৮] দেওয়া হলেও সংসদে উত্থাপিত হয়নি। একটি বিলের নোটিস বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পরীক্ষাধীন রয়েছে[৩৯]। উল্লেখ্য নবম সংসদে স্থায়ী কমিটির সুপারিশসহ বিল পাসের অপেক্ষায় ছিল এমন বিলের সংখ্যা ৮টি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ''সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি বিল, ২০১০" যা পাসের জন্য স্থায়ী কমিটি কর্তৃক ২০১১ সালের ২৪ মার্চ সুপারিশ করা হলেও নবম সংসদ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত পাস হওয়ার জন্য উত্থাপনের অপেক্ষমান তালিকায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন অগ্রগতি হতে দেখা

[৩৪] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*
[৩৫] www.prsindia.org, *viewed on 22 June 2014*
[৩৬] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ২
[৩৭] প্রাগুক্ত
[৩৮] প্রাগুক্ত
[৩৯] প্রাগুক্ত

যায়নি। দশম সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারে ক্ষমতাসীন প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এ সম্পর্কিত অঙ্গীকার থাকলেও প্রথম অধিবেশনে এই বিলটি পাসের কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ২টি সরকারি বিল পাসের ক্ষেত্রে সরকারি বা বিরোধী কোনো দল থেকেই কোনো আপত্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি। বিল পাসের সময় সংশোধনী প্রস্তাব, জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব দেওয়া হলেও প্রস্তাবকারী সদস্য অনুপস্থিত থাকায় কোনো আলোচনা হয়নি। মন্ত্রী কর্তৃক বিলসমূহ উপস্থাপন এবং সভাপতি কর্তৃক স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন ব্যতীত আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে আর কোনো সদস্যের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

অধ্যায় পাঁচ

জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় সংসদ

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে নোটিস জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ

প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য প্রায় ৩৯ মিনিট সময় নেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ২২ জন সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, ১৬ জন সরকারি দলের ১ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সরকারি দলের সদস্যরা মূল প্রশ্ন করেন ১১টি এবং সম্পূরক প্রশ্ন করেন ১৮টি। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ২টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা ৩টি মূল প্রশ্ন এবং ৫টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত কার্যদিবস ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানে ব্যয়িত সময়

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৪ ঘন্টা ১৯ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী মোট ৬টি কার্যদিবস সরাসরি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যয় করেন প্রায় ৩ ঘন্টা ২৭ মিনিট।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

প্রধানমন্ত্রীকে যে বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরা প্রশ্ন করেন তার মধ্যে, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিক নির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ বিধি, তৈরী পোশাক শিল্পের সহযোগী উপকরণ তৈরীর জন্য শিল্প কারখানা নির্মাণ, জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পদক্ষেপ, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে নির্ধারিত মোট ৩১ কার্যদিবসের মধ্যে ২৩ কার্যদিবস মন্ত্রীরা সরাসরি প্রশ্নোত্তর দেন। বাকি ৮ কার্যদিবস সদস্যদের প্রশ্নসমূহ টেবিলে উপস্থাপিত হয়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্থাপিত মূল ও সম্পূরক প্রশ্নের সংখ্যা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে ১৩৭ জন সংসদ সদস্য ১৪৭টি মূল প্রশ্ন এবং ৪৪৬টি সম্পূরক প্রশ্ন সরাসরি উত্থাপন করেন। সরকারি দলের ১০৭ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১৪ জন সদস্য মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি দলের সদস্যরা ১২১টি মূল প্রশ্ন ও ৩৪৫টি সম্পুরক প্রশ্ন করেন। প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৮টি মূল প্রশ্ন ও ৩৮টি সম্পূরক প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ১৮টি মূল প্রশ্ন এবং ৬৩টি সম্পূরক প্রশ্ন করেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট প্রায় ২৫ ঘন্টা সময় ব্যয়িত হয় যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন করতে প্রায় ৮ ঘন্টা ৩৪ মিনিট এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় ১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট সময় নেন।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আলোচিত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ

সংসদ সদস্যরা মোট ৩৬টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে বেশী (৫৯টি) এবং অর্থ (৫৩টি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (৫০টি), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ (৪৪টি) প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।অন্যান্য ৩২টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম উত্থাপিত হয়েছে।[৪০]

[৪০] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৩।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১ অনুযায়ী আলোচনা)

প্রথম অধিবেশনে মোট ৪টি কার্যদিবসে মোট ৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নোটিস আলোচনা করা হয়। বিষয়গুলোর মধ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল স্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উত্থাপিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সবগুলো[৪১] উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহারের কারণ

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রস্তাবকারী সদস্যদের যেসব ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার ফলে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে, একটি স্থানে একই রকম প্রতিষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত নয়, কিছু প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, পরবর্তীতে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করে পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান ।

সাধারণ আলোচনা

প্রথম অধিবেশনে বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী কোনো সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

প্রথম অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-এ মোট ১৭৪টি নোটিস দেওয়া হয় যার মধ্যে ১২৭টি সরকারি দলের, ১৯টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২৮টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যদের। নোটিসগুলোর মধ্যে ১৫টি নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত নোটিসগুলোর মধ্যে ৯টি নোটিস সরকারি দলের, ৪টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২টি অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত। নোটিসের বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস (৩টি) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত।[৪২]

উল্লেখ্য, যেসকল নোটিস গৃহীত হলেও সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়না সেগুলোর বিষয়বস্তু জানা সম্ভব হয় না।

গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৮টি নোটিস সংসদে আলোচিত হয় এবং মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলোর উত্তর দেন। গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনায় মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যরা প্রায় ৩৪ মিনিট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরা বিবৃতি দিতে প্রায় ৩৯ মিনিট সময় ব্যয় করেন। সরকারি দলের ৪ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৩ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১ জন সদস্য আলোচনা করেন।

বিধি ৭১ (ক) অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা

উপস্থাপিত নোটিসের মধ্যে যেসকল নোটিস গ্রহণ করা হয়নি তার মধ্যে মোট ৭১টি নোটিসের ওপর মোট ৫৮ জন সদস্য প্রায় ২ ঘন্টা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে সরকারি দলের ৪৫ জন সদস্য ৫৩টি নোটিস, ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ৫টি নোটিস এবং ১০ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ১৩টি নোটিস সম্পর্কে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত নোটিসের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী (১২টি)।[৪৩] উল্লেখ্য এই বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবেও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করা হয়।

[৪১] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৪।
[৪২] বিস্তারিত: পরিশিষ্ট ৫।
[৪৩] বিস্তারিত- পরিশিষ্ট ৬।

সারণি ৫.২: সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী দল
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২২ (৬.৩%)	১৬ (৪.৬%)	১ (০.৩%)	৫ (১.৪%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩৭ (৩৯.১%)	১০৭ (৩০.৬%)	১৬ (৪.৬%)	১৪ (৪%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১৭ (৪.৯%)	১৩ (৩.৭%)	১ (০.৩%)	৩ (০.৯%)
অনির্ধারিত আলোচনা	২৯ (৮.৩%)	১৯ (৫.৪%)	৬ (১.৭%)	৪ (১.১%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৮ (২.৩%)	৪ (১.১%)	৩ (০.৯%)	১ (০.৩%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৬.৬%)	৪৫ (১২.৯%)	৩ (০.৯%)	১০ (২.৯%)

মুলতবি প্রস্তাব

মূলতবি নোটিসের সংখ্যা

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে একজন স্বতন্ত্র সদস্য বিধি ৬১ অনুযায়ী ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস দেন। নোটিসের বিষয়সমূহ-

- ঢাকা সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে দিনে অর্ধকোটি টাকার চাঁদাবাজি
- বাংলাদেশ রেলওয়েতে বছরে ২৯ কোটি টাকার তেল চুরি
- মেঘনায় অবাধে চলছে জাটকা শিকার
- রংপুর মেডিকেল কলেজে দুইবছরে দেড় কোটি টাকার ওষুধ চুরি
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর - দুর্নীতির দুর্গ

মূলতবি নোটিসের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ

নোটিসের বিষয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য বিধিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হওয়ায় স্পিকার নোটিসগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য মূলতবি প্রস্তাবের নোটিসের বিষয়গুলো নিয়ে অন্য কোন পর্বেও আলোচনা হয়নি।

জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ উত্থাপিত না হওয়া

প্রথম অধিবেশন চলাকালীন কিছু ঘটনা এবং বিষয় বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট ফোরামে আলোচিত হলেও সংসদে কোনো দলের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়নি। উল্লেখ্য কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮, ১৪৬, ১৪৭ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিস বা প্রস্তাব উত্থাপন করার সুযোগ সংসদ সদস্যদের রয়েছে। সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দল এবং অন্যান্য বিরোধী দল জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের উত্থাপন করেনি, যেমন- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস[৪৪], মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি[৪৫], উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য[৪৬], চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ

[৪৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[৪৫] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১৪
[৪৬] দৈনিক প্রথম আলো, ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ[৪৭], হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যদের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ[৪৮] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সদস্যরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশ্ন, নোটিস উপস্থাপন, জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন পর্বগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৫৯ জন সংসদ সদস্য এই পর্বগুলোর কোন না কোন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ১৮ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ ৬টি পর্বে অংশ নিয়েছেন প্রধান বিরোধী দলের ১ জন সদস্য। সর্বনিম্ন ১টি পর্বে অংশ নিয়েছেন এমন সদস্য ৮৪ জন। মোট ১৯১ জন সদস্য (৫৪.৬%) কোন পর্বের আলোচনায় অংশ নেননি।
- কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা কার্যক্রম যেমন- সাধারণ আলোচনা, সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আলোচনায় সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বিষয়ে নোটিস বা প্রস্তাব সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপন করা হয়নি।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটির ভূমিকা

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৭৬ ধারায়[৪৯] এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে[৫০] সংসদ সদস্যদের নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। দেশের নির্বাহী ও আইন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র তৈরিতে সংসদীয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিগুলো সংসদের পক্ষে নির্বাহী বিভাগের কাজের যেমন পর্যালোচনা করে তেমনি প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিকল্প নির্দেশ প্রদান করতে পারে। একটি দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর, সে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র তত বেশি গতিশীল ও কার্যকর।

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, কর্মপরিধি ও ক্ষমতা

কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদীয় কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যপ্রক্রিয়া ও কর্মপরিধি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যরা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। সংসদ পূর্ব হতে মনোনীত না করে থাকলে সদস্যরা তাদের মধ্য হতে একজনকে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করবেন। সভাপতি যদি কমিটির কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোনো কারণে তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তা হলে কমিটি অপর কোনো সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করবে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংসদ কর্তৃক গঠিত কোনো বিশেষ কমিটি ছাড়া কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে।[৫১]

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে সংসদ কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত যেকোনো বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কর্মপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতা[৫২] নিম্নরূপ -

- কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারবে;
- আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবে;
- জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবে এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবে; এবং
- সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করবে।

---

[৪৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[৪৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[৪৯] অনুচ্ছেদ ৭৬(১); *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

[৫০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ১৮৭-২৬৬।

[৫১] বিস্তরিত জানতে *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি* ১৮৭-২১৮ দ্রষ্টব্য।

[৫২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬।

সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে-
(১) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের, এবং
(২) দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

বিভিন্ন দেশে সংসদীয় কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন

- ভারত এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটিতে সভাপতি হিসাবে বিরোধী দলের একজন সদস্যকে নির্বাচিত করা হয়। অন্যান্য সংসদীয় কমিটির সভাপতির ক্ষেত্রে সরকার এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এই সংসদীয় কমিটিগুলোর সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদের স্পিকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে তিনি তাদেরকে মনোনয়ন দেন।
- যুক্তরাষ্ট্রে সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয় গোপন ভোটের ভিত্তিতে এবং কমিটির শুনানিসমূহ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।
- ভারত এবং অস্ট্রেলিয়াতে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অগ্রাহ্য করেন তবে এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার জন্য তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।
- অস্ট্রেলিয়াতে সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপনের ৩ মাসের মধ্যে, ভারতে ৬ মাসের মধ্যে এবং কানাডাতে ২ মাসের মধ্যে এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর গৃহীত পদক্ষেপ সংসদে জানাতে হয়।
- সুইডেন এবং স্পেনে সাংবাদিকরা কমিটির অধিবেশন গুলোতে উপস্থিত থাকতে পারেন।
- কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেম্যান আইল্যান্ডে সংসদীয় কমিটির কার্যবিবরণী জনগণের জন্য উন্মুক্ত।
- কানাডাতে সংসদ সদস্য যিনি কমিটির সদস্য নয় তিনিও কমিটির কার্যবিবরণীতে অংশ নিতে পারবেন কিন্তু তার ভোটাধিকার থাকবে না বা তিনি কমিটির কোরাম পূরণে সহায়তা করতে পারবেননা। এখানে ক্যামেরাতে ধারণকৃত কমিটি মিটিং ছাড়া অন্যান্য মিটিংগুলো সরাসরি ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত হয়। কমিটিগুলো তাদের রিপোর্ট প্রদানের ১২০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশমালার প্রেক্ষিতে সরকারের কাছে মতামত জানতে চাইতে পারেন।
- দক্ষিণ অফ্রিকাতে সংসদীয় কমিটিগুলো জনগণ এবং গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত।

স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যক্রম

সংসদীয় কমিটির কর্মপরিধি ও ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কমিটির সফলতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হচ্ছে কমিটির বৈঠক, কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি, কমিটির সুপারিশ ও সুপারিশ বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, আলোচনার বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। নবম সংসদের মতো দশম সংসদেও প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো কমিটি (৫১টি) গঠন করা হলেও, কমিটিতে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদেরকে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

কমিটির বৈঠক

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠকে মিলিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে[৫৩]। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৪৩টি কমিটি মোট ৬৫টি বৈঠক করে। এরমধ্যে ২৩টি কমিটি ১টি করে, ১৮টি কমিটি ২টি করে এবং ২টি কমিটি ৩টি করে বৈঠক করে[৫৪]। দশম সংসদ গঠনের পর থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ৩টি করে বৈঠক করে।

কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি

কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত ৪৩টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, সার্বিক গড় উপস্থিতি ৭৮%। কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশী (১০০%) এবং সর্বনিম্ন প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে ৬০%।[৫৫]

---

[৫৩] *কার্যপ্রণালী বিধির* ২৪৮ বিধি অনুযায়ী।
[৫৪] পরিশিষ্ট ৭
[৫৫] পরিশিষ্ট ৭

কমিটির তলব

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ে অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য যে কাউকে সংসদীয় কমিটির সামনে তলব করতে পারে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দলিলসহ সাক্ষী তলবের ক্ষমতা দিয়ে নতুন আইন করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত এই আইনে সংসদীয় কমিটিকে অনুসন্ধান ও তদন্তকাজে দেওয়ানি আদালতের (কোড অব সিভিল প্রসিডিউর ১৯০৮) ক্ষমতা দিয়ে বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেকোনো ধরনের নথি বা দলিল উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারির ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, সংসদীয় কমিটি অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ এখনও ফাইলবন্দি হয়ে আছে। সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' নামে একটি বিলের খসড়া তৈরি করলেও তা দীর্ঘ দিন ধরে হিমাগারে পড়ে আছে। বিদায়ী নবম সংসদে বিলটি উত্থাপন ও পাস হওয়ার কথা থাকলেও রহস্যজনক কারণে তা হয়নি। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেও বিলটি উত্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিলটি পাস হলে সংসদীয় কমিটিতে যাকে তলব করা হবে তিনি বৈঠকে হাজির হতে বাধ্য থাকবেন। আর হাজির না হলে তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি ও শাস্তির সুপারিশ করতে পারবে সংদীয় স্থায়ী কমিটি। এই শাস্তি সর্বোচ্চ অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সংসদের একাধিক কমিটির সভাপতির মতে, মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থেই বিলটি পাস করা উচিত। তা না হলে অতীতের মতো এবারও ঠুটো জগন্নাথ হিসেবেই থেকে যাবে সংসদীয় কমিটিগুলো।[৫৬]

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠন করা হলেও কোনো বিরোধী দলের সদস্যকে কমিটির সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য মন্ত্রী পরিষদে প্রধান বিরোধী দল থেকে দুইজন সদস্যকে[৫৭] প্রতিমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিরোধী দলের একজন সদস্যকে[৫৮] পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সদস্যদের এধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনার সুযোগ তৈরী করেছে[৫৯]।
- সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা বা বাধ্যবাধকতা না থাকা কমিটির কার্যকরতায় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর সভায় গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার না থাকায় এবং কমিটির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় থেকে প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় কমিটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়না।

[৫৬] দৈনিক যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০১৪।
[৫৭] মো. মজিবুল হক চুন্নু (কিশোরগঞ্জ-৩); মো. মশিউর রহমান রাঙ্গা (রংপুর-১)
[৫৮] আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (পিরোজপুর-২)
[৫৯] দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ মে ২০১৪।

অধ্যায় ছয়

রাষ্ট্রপতি ভাষণের ওপর আলোচনা

সংবিধানের ৭৩ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন। সেই প্রথা অনুযায়ী, দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম কার্যদিবসে রাষ্ট্রপতি, মোঃ আবদুল হামিদ মহান সংসদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৪০ মিনিট ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি দেশের প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় চার নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাসহ জাতির পিতার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া ভাষণে তিনি যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন সেগুলো হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নির্মূল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গ্রহণ, জঙ্গিবাদ দমন, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ, সরকারের সার্বিক সাফল্য, গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজন ও নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা ও প্রতি জেলায় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, নির্বাচন প্রক্রিয়া, সুশাসন, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যে পথ অতিক্রম করছে, তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় ব্যয়িত সময়

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২২৮ জন সংসদ সদস্য প্রায় ৫৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট বক্তব্য রাখেন যা মোট সময়ের ৫২.৩%। সদস্যদের মধ্যে সরকারি দলের ১৬৫, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৩৩ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- সদস্যদের নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে বক্তব্য রাখা এবং বরাদ্দকৃত সময় বৃদ্ধির অনুরোধকে স্পিকার নিরুৎসাহিত করেন।
- আলোচনার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আলোচ্য বিষয়ের বাইরে তাদের আলোচনার পরিধি ছিল অনেক বেশি। এমনকি কেউ কেউ তাদের জন্য বরাদ্দ পুরো সময়টাই ব্যয় করেন তাদের নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা করে।
- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে রাজনীতিকীকরণ করে সাবেক বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করেন।
- উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে তৎকালীন বিরোধী দলের প্রতি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং একজন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে মাননীয় সংসদ-নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে সমাপনী বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বক্তব্যের প্রথমে ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটকে দেশ সেবার সুযোগদানের জন্য সকল ভোটারকে ধন্যবাদ জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যে দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যের প্রায় পুরো সময়টাই তৎকালীন বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কৃষি, বিদ্যুৎ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাস্থ্য সেবা, রাস্তাঘাট, পুল ও সেতুর উন্নয়নের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কারো সহযোগিতা নয় বরং নিজেদের চেষ্টায় বিজয়ী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

পরিশেষে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংসদ পরিচালনা করার জন্য মাননীয় স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সংসদ-উপনেতা, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, স্ট্যান্ডিং কমিটির সকল চেয়ারম্যান, চীফ হুইপ, হুইপবৃন্দসহ সকল সংসদ-সদস্যকে ধন্যবাদ

জানান। তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং সাংবাদিকবৃন্দকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশকে আরো উন্নত ও সমৃদ্ধভাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্য

দশম জাতীয় সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে বিরোধীদলীয় সংসদ নেতা প্রথম অধিশেনের প্রথম দিনই সংসদে তাঁর দলের সদস্যসহ সংসদ কার্যক্রমে যোগদান করেন। বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ অধিবেশনের সমাপ্তিলগ্নে ভাষণ প্রদান করেন। বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল খাদ্যে ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান , স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক না করার অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনের ব্যবস্থা, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও ময়মনসিংহকে বিভাগ ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব ইত্যাদি।

মাননীয় স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, বিরোধী দলীয় নেতাসহ অংশগ্রহণকারী সকল মাননীয় সংসদ-সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে সংসদ নেতা এবং বিরোধীদলীয় নেতা উভয়ে প্রায় একই রকম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বক্তব্য জুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে নবম সংসদের বিরোধী দলীয় সরকারের কার্যক্রমের সমালোচনা, নিজ দলের সরকারের প্রশংসা এবং অন্য দলের শাসনামলের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সমালোচনা।
- সংসদে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে সংসদ নেতা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় এবং একজন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আলোচনা করতে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেন, যা সংসদীয় গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যহত করে।

অধ্যায় সাত

অনির্ধারিত আলোচনা ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন

কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৯ অনুসারে সংসদ সদস্যরা অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ, অধিকার ক্ষুণ্ন বা তাদের ভাষায় 'কথা বলার সুযোগ না পাওয়া' এবং *এক্সপাঞ্জ* ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনা এবং সংসদের অন্যান্য কার্যক্রমের বিভিন্ন আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনায় সংসদ সদস্যরা নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা করেন, প্রতিপক্ষ দলের নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করেন, আবার কখনও কখনও বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ের অবতারণা করেন বা প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনা

পয়েন্ট অব অর্ডার বা অনির্ধারিত আলোচনায় প্রথম অধিবেশনে মোট ২৩টি কার্যদিবসে প্রায় ৯ ঘন্টা ১৩ মিনিট ব্যয়িত হয় যা মোট সময়ের প্রায় শতকরা ৮ ভাগ। এই সময়ের মধ্যে ২৯ জন সদস্য প্রায় ৮ ঘন্টা ৫০ মিনিট ৪০টি বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনির্ধারিত আলোচনায় সরকারি দলের ১৯ জন সদস্য অংশ নেন, যাদের মধ্যে ৮ জন মন্ত্রী। এছাড়াও প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ৪ জন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, সরকারি দলের মধ্যে একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৭টি বিষয়ের ওপর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দেন।

অনির্ধারিত আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়

অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহের মধ্যে সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়ের মধ্যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, তিস্তার পানিবন্টন চুক্তির সুফল, বেসরকারি স্কুল-কলেজের সরকারিকরণ, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি, সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতাভুক্ত করা, উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কমকান্ডের অভিযোগ, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাক্তন বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ, ভারতের জঙ্গীবাদ ও বাংলাদেশে জঙ্গীদের আশ্রয়গ্রহণ, সরকারের কার্যক্রম এবং দশম সংসদের বৈধতা সম্পর্কে প্রাক্তন বিরোধী দলীয় নেতা এবং প্রধান বিরোধী দলের অন্যান্য নেতাদের কটুক্তি ও সমালোচনার প্রতিবাদ, চট্টগ্রামে চোরাচালানকৃত ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার রায়, গ্যাসের অপচয় ও সংকট, জামাত-শিবিরের সহিংসতার প্রতিবাদ, টিআইবি'র সংসদ বিষয়ক রিপোর্টের সমালোচনা, অটিজম দিবসের তাৎপর্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ঘোষক প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।[৬০]

অনির্ধারিত আলোচনার আলোচ্য বিষয় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, সংসদে প্রাক্তন প্রধান বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের সমালোচনা, জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, দেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি, নিজ দলের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের কার্যক্রমের সমালোচনা ও প্রতিবাদ এই বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। তবে জাতীয় ইস্যু, আন্তর্জাতিক চুক্তি এই বিষয়গুলো আলোচনার ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রধান বিরোধী দল কোনো অবস্থান নেয়নি। উল্লেখ্য অন্যান্য বিরোধী সদস্যদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র সদস্য প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মন্ত্রীপরিষদে সহাবস্থানকে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করেন।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন

সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্বে সংসদ সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেন। এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি (১৫২ বার) হয় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষণের প্রেক্ষিতে আলোচনার থেকে নিজ নির্বাচনী এলাকার চাহিদা, প্রাক্তন প্রধান বিরোধী দলের সমালোচনা, বর্তমান সরকারের সাফল্য বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়।

[৬০] পরিশিষ্ট - ৮

অপ্রাসঙ্গিক দলীয় প্রশংসা ও সমালোচনা

অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলতে গিয়ে অথবা মন্ত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর প্রদানের সময় নিজ দলের নেতা বা নেত্রীর প্রশংসা এবং বিরোধী পক্ষের নেতা বা নেত্রীর সমালোচনা করে থাকেন যা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ । অনির্ধারিত আলোচনা, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় দলীয় পক্ষের প্রশংসা এবং প্রাক্তন বিরোধী পক্ষের সমালোচনা করতে গিয়ে অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক চর্চা পূর্বের মত বিদ্যমান। অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে মোট ৮৫৬ বার দলীয় প্রশংসা এবং ৫৩১ বার প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় এ ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশী হয়।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- সংসদ সদস্যদের অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার নিয়ে মাননীয় স্পিকারের সমালোচনা এবং এই চর্চা বন্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকল সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহনশীল আচরণ আহ্বান জানালেও বিভিন্ন কার্যক্রমে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায়।
- পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অধিবেশনের প্রতিটি কার্যক্রমে নবম সংসদের বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য ও কার্যক্রমকে নিয়ে শুধু সরকার দলীয় সদস্যরাই নয় বরং বর্তমান সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যরাও বিভিন্নভাবে সমালোচনা করছে।
- দলীয় প্রশংসা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার চর্চা বিদ্যমান।
- সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশে আলোচনায় উভয় দলের সংসদ সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা এবং সংসদের ভাবমূর্তি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

অধ্যায় আট

সংসদে নারী সংসদ সদস্যের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের জনগণের প্রায় অর্ধেক নারী। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই অংশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিস, আইন প্রণয়ন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

দশম সংসদ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ৮ জন নারী সদস্য নির্বাচিত হন। সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ দশম সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা ৬৯ জন। উল্লেখ্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ৩৯টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ৬টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসন পায়। নারী সদস্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী পরিষদে ৪ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা

নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর এবং ৩১ শতাংশ স্নাতক পর্যায়ের। উল্লেখ্য সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ সদস্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ শতকরা ২৯ ভাগ নারী সদস্য ব্যবসায়ী, ২৩.৩ শতাংশ আইনবিদ, ১৪.৫ শতাংশ রাজনীতিক, ৭.২ শতাংশ শিক্ষক।

নারী সদস্যদের উপস্থিতি

দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬৫.৭ শতাংশ নারী মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০% সময় উপস্থিত ছিলেন। (চিত্র - ৮.১)

চিত্রঃ ৮.১ নারী সদস্যদের উপস্থিতির শতকরা হার

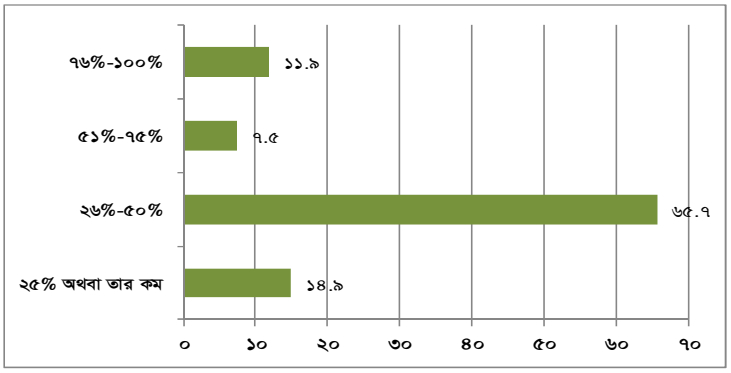

পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, সংরক্ষিত আসনের ৭৬ শতাংশ নারী সদস্য সর্বোচ্চ ২৬-৫০% কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন। এবং সরাসরি নির্বাচিত ৪২ শতাংশ নারী সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ:

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন সরকার দলীয় নারী সদস্য একটি সম্পূরক প্রশ্ন করেন। মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৬ জন নারী সংসদ সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) ১২টি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যাদের মধ্যে একজন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। সর্বোচ্চ (৩টি করে) প্রশ্ন করা হয় মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত (২টি করে)।

আইন প্রণয়নে নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন জাতীয় সংসদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সংসদের সদস্যদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছণীয়। কিন্তু এক্ষত্রে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোনো দলের কোনো সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিলনা।

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিসের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যের অংশগ্রহণ

৭১-ক বিধিতে একজন সরকার দলীয় নারী সদস্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা করেন। তবে ৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য কর্তৃক ২টি নোটিস (১টি সরকারি, ১টি প্রধান বিরোধী) দেওয়া হলেও কোনো নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি।

অন্যান্য কার্যক্রম

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট ৫১ জন সদস্য বক্তব্য রাখার সুযোগ পান, যাদের মধ্যে ১২ জন সরাসরি নির্বাচিত (২ জন প্রধান বিরোধী দলের), সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ৩ জন অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য। এছাড়া অনির্ধারিত আলোচনায় ২ জন সরকারি দলের নারী সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত) অংশ নেন।

সংসদীয় কমিটিতে নারী সংসদ সদস্য

দশম সংসদে মোট ৫১টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৫০টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন প্রধান বিরোধী দলের সদস্য। এর বাইরে ১টি কমিটিতে[৬১] কোন নারী সদস্য নেই। এছাড়া আটটি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৫ জন নারী সদস্য[৬২] মনোনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য, চারটি কমিটির[৬৩] সভাপতি পদাধিকার বলে মাননীয় স্পিকার। একাধিক কমিটিতে সদস্য হিসেবে ১৩ জন নারী সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

নারী সদস্যদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটলেও আইন প্রণয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নারী সদস্যদের ভূমিকা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। নারী সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হল:

- দশম সংসদে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের প্রধান এবং স্পিকার সকলেই নারী।
- প্রথম অধিবেশনের আইন প্রণয়নসহ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের[৬৪] দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে নারী সদস্যের ওপর। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অধীনে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় রয়েছে।[৬৫]
- সভাপতি প্যানেলের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একজন নারী সদস্য।

সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রতিনিধিত্ব। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন দশম সংসদ নির্বাচনে নারীদের জন্য ১০০টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে। তাই কেবল বর্তমান সংসদের জন্য নতুন করে এলাকা নির্ধারণ না করে দলীয়ভাবে সংসদীয় এলাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কেবল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নয়, সরকার জোটের প্রধান দলের নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দশম সংসদ নির্বাচনে দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসন নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আসনে পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন ও নিয়োগ দেওয়ার পর সক্রিয়ভাবে তারা রাজনীতিতে আসেন।

সার্বিক দিক বিবেচনায় সংসদ তথা আইন পরিষদে নারী সদস্যের সংখ্যাগত বৃদ্ধি নারীর যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্য জরুরি। তবে কেবল সংখ্যাগত বৃদ্ধিই নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট নয়। প্রকৃত অর্থে সংসদে ফ্লোর নেওয়া ও জনগণের উন্নয়নে সংসদে গঠনমূলক ও অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর অর্থে জনগণের উন্নয়ন এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

---

[৬১] সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[৬২] মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

[৬৩] কার্য উপদেষ্টা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন কমিটি।

[৬৪] জনপ্রশাসন ও কৃষি মন্ত্রণালয়।

[৬৫] জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

অধ্যায় নয়

স্পিকারের ভূমিকা

জাতীয় সংসদের অভিভাবক বা নির্বাহী প্রধান বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্পিকার। সংসদকে কার্যকর করতে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্পিকারের ক্ষমতা

সংবিধান[৬৬] ও কার্যপ্রণালী বিধি[৬৭] অনুযায়ী জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ:

- সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করা
- অধিবেশন চলাকালে সংসদ গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা
- সকল বৈধতার প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা
- স্পিকারের সিদ্ধান্ত বলবৎ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা স্পিকারের থাকবে

বর্ণিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদের স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কাজগুলো ছাড়াও স্পিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন; যেমন- ভোটের সময় উভয় পক্ষের ভোট সমান হলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন। এছাড়া অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়টি মূলত স্পিকার খেয়াল রাখেন।

সংসদের সভাপতিত্ব

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ৭৭ ঘন্টা ৩১ মিনিট, ডেপুটি স্পিকার ৩৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট ও সভাপতি প্যানেলের সদস্যরা ১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংসদে সদস্যদের আচরণ ও স্পিকারের ভূমিকা

সংসদ অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা দশম সংসদে ঘটেনি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যরা অসংসদীয় আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের উপর রুলিং প্রদান করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রে এধরনের আলোচনার সময় তার নীরব ভূমিকা দেখা যায়। তবে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ ও ভাষার ব্যবহার করার জন্য সংসদ সদস্যদের জন্য একটি কর্মশালায় স্পিকার সদস্যদেরকে অনুরোধ জানান।[৬৮] সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের আলোচনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো সদস্য বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকলে স্পিকার মাইক বন্ধ করে দিতে পারেন। প্রথম অধিবেশনে স্পিকার বিভিন্ন কার্যক্রমে মোট ১২ বার সদস্যদের মাইক বন্ধ করে দিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

- স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার উভয়ই সরকার দলীয় হওয়ায় সংসদ পরিচালনার সময় দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম লক্ষ্য করা যায় ।

[৬৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৪।

[৬৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি*, অনুচ্ছেদ ৮-১৯।

[৬৮] দৈনিক যুগান্তর, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

অধ্যায় দশ

উপসংহার ও সুপারিশমালা

নবম সংসদের প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় দশম সংসদ নির্বাচন অনেক সমালোচিত হয়। সরকারের মন্ত্রীসভায় নতুন প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি, সংসদীয় কার্যক্রমে সরকার দলীয় সদস্যদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কোনো আলোচনা বা সংশোধনী এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব উত্থাপন না করে বিল পাস, সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের আশাবাদ ব্যক্ত করা[৬৯] বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রমী কিছু উল্লেখযোগ্য দিক।

বিভিন্ন কার্যক্রমে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার চর্চা এবং আধিক্য, অসংসদীয় ও অশালীন ভাষার ব্যবহার পূর্বের মত অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি।

নবম সংসদে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পাসের সুপারিশ করা হলেও বিলগুলো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ভারতে একটি সংসদ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও নবনির্বাচিত সংসদে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত পূর্বের সংসদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়[৭০]।

সংসদীয় কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য থাকলেও মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার কারণে কোনো সিদ্ধান্তে তার প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ থাকে। তাই মন্ত্রীকে কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখার বিষয়টিও বিবেচনার দাবি রাখে।

সরকার কোনো বিষয়ে দেশের বা জনগণের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একজন সংসদ সদস্যের দায়িত্ব হল স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা। আর সেই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে সংবিধানের ৭০ ধারা বাঁধা হিসেবে বিবেচিত হয়।[৭১] যদিও এ অনুচ্ছেদে এরূপ সুস্পষ্ট বাঁধা নেই, তবুও এ বিধানের ফলেই সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে এই বিধান সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হিসেবেও মনে করা হয়। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে আত্মসমালোচনার সুযোগ ব্যাহত হয় এবং সংসদে অগণতান্ত্রিক আচরণ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতার কারণে দলীয় সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে বাধ্য থাকায় সংবিধানের ৫৫(৩) ধারায় বর্ণিত সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সরকারের গণতান্ত্রিক আচরণ ও সার্বিক কর্মকান্ড সাফল্য-ব্যর্থতার গঠনমূলক পর্যালোচনার সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে সরকারি দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চাও বাঁধাগ্রস্ত হয়।

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।
- অষ্টম ও নবম সংসদের অধিবেশনগুলোর সাপেক্ষে গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি।

[৬৯] দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪

[৭০] www.parliamentofindia.nic.in , accessed on 20 June 2014

[৭১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে, (১) কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দান করেন, তা হলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। তিনি যদি সংসদে উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকেন বা সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা হলে তিনি তার দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। (২) যদি কোনো সময় কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠে তা হলে সংসদে সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্বের দাবীদার কোনো সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিত হওয়ার সাত দিনের মধ্যে স্পিকার সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী উক্ত দলের সকল সংসদ সদস্যের সভা আহ্বান করে বিভক্তি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন এবং সংসদে ভোট দানের ব্যাপারে অনুরূপ নির্ধারিত নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোনো সদস্য অমান্য করেন তা হলে তিনি (১) দফার অধীন উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে গণ্য হবে এবং সংসদে তার আসন শূণ্য হবে। (৩) যদি কোনো ব্যক্তি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেন, তা হলে তিনি উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে।

নেতিবাচক দিক

- দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ৬৪% (নবম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৬৮%)।
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী প্রস্তাব এবং জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কোনো ক্ষেত্রেই সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল না।
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকার কোনো রুলিং দেননি।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল থেকে কোনো সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।
- প্রধান বিরোধী দলসহ কোনো সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত না হওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়সমূহ -
    - ✓ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস
    - ✓ মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি
    - ✓ উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য
    - ✓ চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ
    - ✓ হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ
- মন্ত্রীসভার সদস্য এবং প্রধান বিরোধী দল উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির অবস্থানের কারণে দশম সংসদ ব্যতিক্রমী পরিচিতি লাভ করেছে

সারণি ১০.১: নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হল:

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	নবম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)	দশম সংসদ (প্রথম অধিবেশন)
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি ও ২৮% সদস্য বিরোধী দলের।	৮৮% সদস্য সরকারি ও ১২% সদস্য বিরোধী দলের।	৮১% সদস্য সরকারি ও ১৯% সদস্য বিরোধী দলের।
সংসদের বৈঠককাল	কার্যদিবস ছিল ১৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ৫৮ ঘন্টা ১২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৪ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৯ এবং উক্ত কার্যবিদসে মোট প্রায় ১৪৫ ঘন্টা ২২ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৪৩ মিনিট।	কার্যদিবস ছিল ৩৬ ও উক্ত কার্যদিবসে মোট প্রায় ১১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট সংসদ অধিবেশন চলে। প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ছিল ৩ ঘন্টা ৯ মিনিট।
কোরাম সংকট	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৪ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ৩৮ মিনিট।	প্রতি কার্যদিবসে কোরাম সংকট ছিলো গড়ে ২৮ মিনিট।
সদস্যদের উপস্থিতি	-*	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৮%।	প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতি ৬৪%।
সংসদ নেতার উপস্থিতি	-*	৭৬.৯২% কার্যদিবস (৩০ কার্যদিবস)।	৮৮.৮৮% কার্যদিবস (৩২ কার্যদিবস)।
বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	০% কার্যদিবস।	৭.৬৯% কার্যদিবস (৩ কার্যদিবস)।	৩৮.৮৮% কার্যদিবস (১৪ কার্যদিবস)।
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ৪৮টি যার সবগুলো সরকারি দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল ২৩৭টি যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ২১৮ ও ১৯টি।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ১৪৭টি মূল প্রশ্ন ছিল মোট যার মধ্যে সরকারি এবং বিরোধী দলের ছিল যথাক্রমে ১২১টি ও ২৬ টি।
জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত নোটিস	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৪.৪%, অন্যান্য বিরোধী দলের ১৫.৬% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৮৮.৯%, বিরোধী দলের ১১.১% নোটিস গৃহীত হয়।	আলোচনার জন্য সরকারি দলের ৫৮.৩%, বিরোধী দলের ৪১.৭% নোটিস গৃহীত হয়।
বিল পাস	৫টি বিল পাস হয়।	৩২টি বিল পাস হয়। উল্লেখ্য তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংসদে অনুমোদন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় বিলের সংখ্যা বেশী।	২টি বিল পাস হয়।

সংসদীয় কমিটি গঠন	প্রথম অধিবেশনে ৫টি কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি ।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের।	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, বিরোধী দল থেকে কোনো সভাপতি নির্বাচন করা হয়নি।
সংসদ বর্জন ও ওয়াকআউট	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবস থেকেই সংসদ বর্জন করে। কোনো ওয়াকআউট হয়নি।	প্রধান বিরোধী দল প্রথম কার্যদিবসে যোগদান করলেও পরবর্তীতে আসন বিন্যাসকে কেন্দ্র করে ১৭ কার্যদিবস (৪৩.৫৯%) সংসদ বর্জন করে। প্রধান বিরোধী দল ৬ বার ওয়াকআউট করে।	প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি। প্রধান বিরোধী দল ১ বার ওয়াকআউট করে।
অনির্ধারিত আলোচনা বা পয়েন্ট অব অর্ডার	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ২ ঘন্টা ৪৮ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৪.৮%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৩.৭%।	অনির্ধারিত আলোচনায় মোট প্রায় ৯ ঘন্টা ১৩ মিনিট সময় ব্যয় হয় যা মোট সময়ের প্রায় ৮%।
দলীয় প্রশংসা	-*	নিজ দলের প্রশংসা ২৫১ বার	নিজ দলের প্রশংসা ৮৫৬ বার
সমালোচনা	-*	সরকার ও বিরোধী দল একপক্ষ প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা করে ৩৪২ বার।	সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা করে ৫৩১ বার।
অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন	-*	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ৫০৩ বার উত্থাপন করা হয়।	অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ১৫৯ বার উত্থাপন করা হয়।
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	সময় নিয়ন্ত্রণ করার চর্চা উৎসাহিত করায় নির্ধারিত সময় অপেক্ষা বেশি সময় নিয়ে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হ্রাস পায়। তবে আলোচনায় দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার প্রাধান্য এবং বিষয় সংশ্লিষ্টতার ঘাটতি দেখা যায়।	দশম সংসদেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। তবে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দলকে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা করতে দেখা যায়।
স্পিকারের ভূমিকা	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৮৬ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১৫ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৭৩৩ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ৪৬ বার মাইক বন্ধ করে দেন।	নির্ধারিত সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০ বার সদস্যদেরকে তাড়া দেন এবং ১২ বার মাইক বন্ধ করে দেন।

* তথ্য নেই

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য টিআইবি'র সুপারিশ

স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে।

২. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে। যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. নবম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৫. অধিবেশনের কার্যদিবস বছরে কমপক্ষে ১৩০ দিন নির্ধারণ করতে হবে।

৬. প্রতি কার্যদিবসের কার্যসময় কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধিবেশন বিকালের পরিবর্তে সকালে শুরু করা যেতে পারে।

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে।

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে ।

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৯. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

১০. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

১১. কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলে তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে।

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরীর জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে।

৫. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৭. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে।

সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

তথ্য সহায়িকা:

- ফজল আ, *'The Ninth Parliament Election: A Socio-Political Analysis'*, ২০০৯।
- ইসলাম, আ, *বাংলাদেশ সচিত্র সংসদ*, ২০০১।
- ফিরোজ, জা, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশনস, ২০০৩।
- আকরাম, এম, দাস, এস ও মাহমুদ, ত, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০০৯।
- মাহমুদ, ত, আফরোজ, ফ, রোজেটি, জ, আকতার, ম, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে নবম জাতীয় সংসদ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৪।

পরিশিষ্ট ১: দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়

আলোচনার বিষয়বস্তু	সময় (ঘন্টা:মিনিট:সেকেন্ড)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪:১৯:০০
মন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৫:০৫:৩০
৭১-ক বিধি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস	২:৪০:০০
৭১ বিধি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস	১:২০:০০
রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও এর ওপর আলোচনা	৫৯:৩০:৩০
আইন প্রণয়ন	২:০৩:০০
অনির্ধারিত আলোচনা	৯:১৩:৩০
অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম	৯:৪০:০০
মোট	১১৩:৫১:৩০

পরিশিষ্ট ২: দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন
সরকারি বিলসমূহ

ক্রমিক নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	মন্ত্রণালয়	নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপনের তারিখ	কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	রিপোর্ট দানের তারিখ	গৃহীত হইবার তারিখ	আইন নম্বর	ব্যয়িত সময়
১।	বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০১৪	তথ্য	১৯-০১-১৪	০২-০৪-১৪					
২।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০১৪	তথ্য ও যোগাযোগ	০৬-০২-১৪	০৭-০৪-১৪					
৩।	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বিল, ২০১৪	অর্থ	১৯-০২-১৪	৩১-০৩-১৪					
৪।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বি: ম:	২৭-০২-১৪	০৮-০৪-১৪					
৫।	The Trading Corporation of Bangladesh Order (Amendment) Bill, 2014	বাণিজ্য	০৯-০৩-১৪						
৬।	Supreme Court Judges (Remuneration and Previleges) (Amendment) Bill, 2014	আইন	১২-০৩-১৪	১৮-০৩-১৪	১৮-০৩-১৪	০১-০৪-১৪	০৭-০৪-১৪	২	৫মি. ২সে.
৭।	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) বিল, ২০১৪	স্বরাষ্ট্র	১৩-০৩-১৪	৩০-০৩-১৪	৩০-০৩-০১৪	০২-০৪-১৪	০৩-০৪-১৪	১	৭মি. ৫৭ সে.

বেসরকারি বিলসমূহ

ক্রমিক নং	বিলের নোটিস প্রদানকারী সদস্য	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	নোটিস প্রাপ্তির তারিখ	উত্থাপনের তারিখ	কমিটিতে প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
১।	মো. ইসরাফিল আলম (নওগাঁ - ৬)	বিদেশী নিবন্ধন বিল, ২০১৪	১২/০২/২০১৪			কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন
২।	মো. ইসরাফিল আলম (নওগাঁ - ৬)	অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) বিল, ২০১৪	১২/০২/২০১৪			কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন
৩।	মো. রুস্তম আলী ফরাজী (পিরোজপুর - ৩)	বাংলা ভাষা প্রচলন (সংশোধন) বিল, ২০১৪	০৯/০৩/২০১৪			কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন
৪।	মো. রুস্তম আলী ফরাজী (পিরোজপুর - ৩)	বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০১৪	৩০/০৩/২০১৪			কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন
৫।	মো. রুস্তম আলী ফরাজী (পিরোজপুর - ৩)	জেলা জজ আদালত মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (এখতিয়ার) বিল, ২০১৪	৩০/০৩/২০১৪			কর্তৃপক্ষের পরীক্ষাধীন
৬।	মো. রুস্তম আলী ফরাজী (পিরোজপুর - ৩)	সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল, ২০১৪	০১/০৪/২০১৪		১৬/০৪/২০১৪	বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে পরীক্ষাধীন

পরিশিষ্ট ৩: মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
জনপ্রশাসন	১১
প্রতিরক্ষা	৩
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৪৪
অর্থ	৫৩
কৃষি	১৩
আইন, বিচার ও সংসদ	৬
পরিকল্পনা	১৩
ডাক ও টেলিযোগাযোগ	৯
স্বরাষ্ট্র	৫৯
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৫০
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	৩৬
ভূমি	৮
তথ্য	৮
সংস্কৃতি	৩
সমাজকল্যান	৩
শিল্প	১৪
পানি সম্পদ	৩৬
বাণিজ্য	১৪
বিমান ও পর্যটন	৫
খাদ্য	৭

মন্ত্রণালয়	প্রশ্নের সংখ্যা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	৮
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৪
পররাষ্ট্র	১০
শিক্ষা	৩৩
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১১
নৌ-পরিবহন	২০
পরিবেশ ও বন	৫
রেল যোগাযোগ	১৬
যোগাযোগ	১৯
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	২
যুব ও ক্রীড়া	১৩
ধর্ম	৪
মহিলা ও শিশু	১১
দুর্যোগ ও ত্রাণ	৪

পরিশিষ্ট ৪ : প্রত্যাহৃত নোটিসসমূহ

১. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলা সদরে একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা

২. ঢাকার মৃধাবাড়ী থেকে শনির আখড়া হয়ে শ্যামপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তাটি দ্রুত নির্মাণ করা

৩. ঢাকার মতিঝিলস্থ বাণিজ্যিক এলাকায় স্থাপিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশনের ঐতিহাসিক ভবনকে অবৈধ দখলমুক্ত করিয়া প্রকৃত কৃষক সমবায়ীদের হাতে হস্তান্তর করা

৪. নেত্রকোনা জেলার ঠাকুরকোণা-কলমাকান্দা রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার ও প্রশস্ত করা

৫. জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে জরুরি ভিত্তিতে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা

৬. নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার পাঁচদোনা-ডাঙ্গা হইয়া ঘোড়াশাল পর্যন্ত সড়কটি দ্রুত উন্নয়ন করা

৭. ঢাকার মাতুয়াইল মা ও শিশু মাতৃসদন ইন্সটিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করা

৮. কুড়িগ্রাম জেলা সদরে একটি ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতালের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু করা

পরিশিষ্ট ৫: ৭১ বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
জনপ্রশাসন	১
কৃষি	১
সংস্কৃতি	১
শিল্প	১
পানি সম্পদ	১
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৩

পরিশিষ্ট ৬: ৭১(ক) বিধিতে জরুরী জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক আলোচিত নোটিসের সংখ্যা

মন্ত্রণালয়	নোটিসের সংখ্যা
বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানী	৯
কৃষি	২
পরিকল্পনা	১
স্বরাষ্ট্র	৫
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১০
প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	১
ভূমি	২
সংস্কৃতি	১
শিল্প	৩
পানি সম্পদ	৬
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	৪
শিক্ষা	৬
মৎস্য ও পশুসম্পদ	১
নৌ-পরিবহন	২
রেল যোগাযোগ	১
যোগাযোগ	১২
দুর্যোগ ও ত্রাণ	১
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২

পরিশিষ্ট ৭: স্থায়ী কমিটিসমূহের এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা, বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা (টি)	সদস্যদের উপাস্থাতর হার (%)
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	১	৭৩
২.	সংসদ কমিটি		
৩.	বিশেষ আধকার সম্পার্কত স্থায়া কমিটি		
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধ সম্পার্কত স্থায়া কমিটি		
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১	৬০
৬.	পিটিশন কমিটি		
৭.	লাইব্রেরী কমিটি		
৮.	সরকারী হিসাব সম্পার্কত স্থায়া কমিটি	২	৬৩
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	২	৮০
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পার্কত কমিটি		

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা (টি)	সদস্যদের উপস্থিতির হার (%)
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৩	৭০
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩	৮৩
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল□ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮৫
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৯০
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮৫
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮০
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৭০
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৭০
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮৮
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি		
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৯০
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৬৫
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৭০
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৯০
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৯০
৩২.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮০
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৭৭
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৯০
৩৬.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৮০
৩৭.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৭৫
৩৮.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮৫
৩৯.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৬০
৪০.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	১০০
৪১.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৯০
৪২.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৯০
৪৩.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৯০
৪৪.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী	২	৯৪

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠক সংখ্যা (টি)	সদস্যদের উপস্থিতির হার (%)
	কমিটি		
৪৫.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৭৫
৪৬.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮৮
৪৭.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৬০
৪৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৭২
৪৯.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি		
৫০.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২	৮০
৫১.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১	৯০
	সার্বিক	**৬৫**	**৭৮**

পরিশিষ্ট - ৮
পয়েন্ট অফ অর্ডার / অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়সমূহ

১. চট্রগ্রামে চোরাচালানকৃত দশ ট্রাক অস্ত্র মামলা ও রায় সম্পর্কে
২. ছাত্রলীগ নামধারী ছাত্র কর্তৃক সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা প্রসঙ্গে
৩. পত্রিকায় প্রকাশিত খবর এবং দশম সংসদ সম্পর্কে খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে।
৪. জামায়াত-শিবিরের হামলা প্রসঙ্গে।
৫. ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ লালবাগ এলাকায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্যের আক্ষেপ প্রসঙ্গে।
৬. পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ছাত্রলীগ কর্মী খুন ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি প্রসঙ্গে।
৭. সরকার-বিরোধী দলের কার্যক্রম ও সংসদ পরিচালনা প্রসঙ্গে।
৮. সরকার-বিরোধী দলের কার্যক্রম ও সংসদ পরিচালনা ওপর সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে।
৯. পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে ভারতের জঙ্গিবাদ ও বাংলাদেশের জঙ্গিদের আশ্রয় প্রসঙ্গে।
১০. খালেদা জিয়া ও তার দল কর্তৃক- সরকারের প্রতি কটুক্তি করা প্রসঙ্গে।
১১. পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে আন্তর্জাতিক জঙ্গি ও সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়েদা প্রধান ডাঃ আয়মান আল জাওয়াহিরির এক অডিও বার্তা প্রসঙ্গে।
১২. পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে পানির বোতলজাতকরণ ও দূষিত পানি পরিবেশন প্রসঙ্গে।
১৩. ত্রিশালে জঙ্গিদের সাথে পুলিশের গুলিবিনিময় ও বিএনপি এর বক্তব্য প্রসঙ্গে।
১৪. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান বিষয়ে।
১৫. যশোরে জঙ্গিবাদ রোধ করা প্রসঙ্গে।
১৬. জঙ্গিবাদের উত্থান নিয়ে তদন্ত করা প্রসঙ্গে।
১৭. পিলখানার হত্যাকান্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে।
১৮. সন্ত্রাসী, জঙ্গিবাদ প্রসার ও পার্বত্য রাঙামাটিতে সহিংসতা প্রসঙ্গে।
১৯. সংসদে বিরোধীদল নেই প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে।
২০. উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রসঙ্গে।
২১. রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে।

২২. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের অস্ত্রবাজদের বিচারের আওয়াতায় আনা প্রসঙ্গে।
২৩. বিএনপির দুইজন নেতা কর্তৃক শেখ সেলিম সম্পর্কে কটুক্তি এবং হুমকির প্রেক্ষিতে।
২৪. সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।
২৫. স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের বিষয়ে।
২৬. শেখ সেলিম এর বক্তব্য সমর্থনে।
২৭. বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।
২৮. গ্যাসের অপচয় ও সংকট সম্পর্কে।
২৯. তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি সম্পর্কে।
৩০. হাউজ অফ নেশন ও ন্যাশনাল পার্লামেন্ট দুটো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে।
৩১. স্কুল কলেজ সরকারিকরণ প্রসঙ্গে।
৩২. রাস্তা নির্মাণে ঘুষ ও নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার প্রসঙ্গে।
৩৩. জাতীয় সংসদ নিয়ে টিআইবির রিপোর্টের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে।
৩৪. স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গে সমালোচনা।
৩৫. অটিজম দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য।
৩৬. সংসদের অভ্যন্তরে মসজিদ স্থাপন প্রসঙ্গে।
৩৭. পত্রিকায় প্রকাশিত- খালেদা জিয়া বাসা ভাড়া দিতে পারছেন না, খবর প্রসঙ্গে ।
৩৮. ভারতকে ৬০০০ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া ও করিডোর প্রসঙ্গে।
৩৯. স্থায়ী কমিটি গঠনে জাপা তথা বিরোধী দল থেকে কোন সভাপতি না করা প্রসঙ্গে।
৪০. মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের ক্রেষ্ট জালিয়াতি প্রসঙ্গে।

পরিশিষ্ট ৯ : সংসদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন

অধিবেশন	স্পিকার	ডেপুটি স্পিকার	সভাপতি প্যানেল	মোট
প্রথম	৭৭ ঘন্টা ৩১ মিনিট (৬৮%)	৩৪ ঘন্টা ২৫ মিনিট (৩০%)	১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (২%)	১১৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট